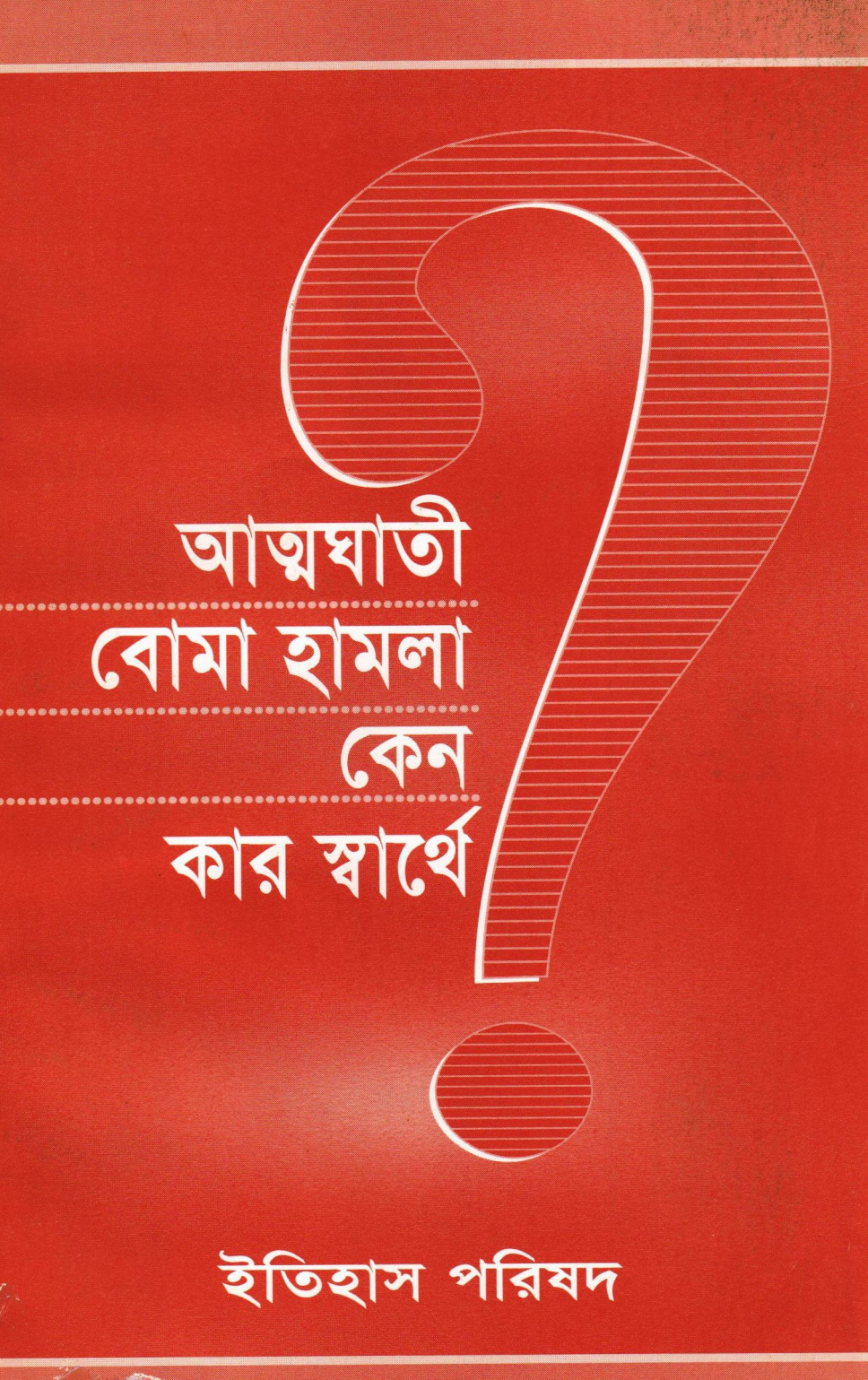

ইতিহাস পরিষদ

আত্মঘাতী বোমা হামলা
কেন কার স্বার্থে?

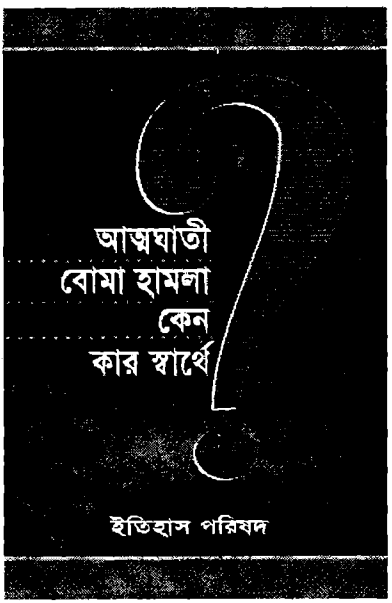

ইতিহাস পরিষদ

www.pathagar.com

আত্মঘাতী বোমা হামলা
কেন কার স্বার্থে?

প্রকাশনায়
ইতিহাস পরিষদ
ঢাকা

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য : ৮.০০ (আট) টাকা মাত্র

মুদ্রণে
জনকল্যাণ প্রেস, ঢাকা

Attoghati Boma Hamla
Kano Kar Sarthe

Published by
Etihas Parishad
Dhaka

Fixed Price. Tk. 8.00 Only

Printed by
Janakallayan Press, Dhaka

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
● ভূমিকা	৫
১. বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের পলিসি	৭
২. বাংলাদেশে সন্ত্রাসের মদদদাতা ভারত	২৩
৩. জেএমবি'র সাথে জড়িত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী	৩৬
৪. আওয়ামী লীগের অতীত কীর্তিকলাপ	৩৮
● শেষ কথা	৪৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। সম্প্রতি শুরু হয়েছে জামাআতুল মুজাহিদিন (জেএমবি) এর বোমাবাজী আতংক। দেশ, জাতি, গণতন্ত্র ও ইসলামের শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক জেএমবি'র লক্ষ্য অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা। এরা তাদের অপকর্মকে আড়াল করতে ইসলামের নাম ব্যবহার করছে। অথচ ইসলাম বোমাবাজী, হত্যা সন্ত্রাসের মত অপকর্ম সমর্থন করেনা। জেএমবি দেশকে অস্থিতিশীল করে বহিঃশত্রুর আক্রমণের পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর এবং একটি উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে চায়না তারাই জেএমবি'র মদদদাতা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক শ্রেণীর মিডিয়া জেএমবিকে আড়াল করার জন্য বোমাবাজির দায়-দায়িত্ব ইসলামপন্থীদের ওপর চাপানোর হাস্যকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা তাদের অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। প্রকৃত অবস্থা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এ পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো। এর মাধ্যমে আশা করি দেশবাসী জানতে পারবেন জেএমবি'র পিছনে কারা আছে, জেএমবি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?

এই পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে দেশ-জাতির সামান্য খেদমত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে করব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের পলিসি

মরহুম সাংবাদিক শামছুর রহমান ২৩ জুলাই ১৯৯৩ সংখ্যা সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় 'বাংলাদেশ-ভারত' শিরোনামের এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, "পঁচাত্তর পরবর্তীতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারত যে নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে তাদের মৌলনীতি ছিল দু'টি- (১) বাংলাদেশে ভারত অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভারতের স্বার্থের বাহক দল ও ব্যক্তিদেরকে আনুকূল্য প্রদান করা এবং (২) প্রথম কৌশল ব্যর্থ হলে বিভিন্নভাবে চাপ ও প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতাসীন সরকারকে নতজানু করানো যাতে আর্থিক, রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নে বাংলাদেশ (ভারতের) বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।" অপরদিকে ভারতীয় গবেষক শ্রীকান্ত মহাপাত্র আগস্ট ১৯৯১ সংখ্যা 'স্ট্যাটেজিক এ্যানালাইসিস' পত্রিকায় 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এন্ড আর্মড ফোর্সেস অফ বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন, বাংলাদেশে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের চাইতে ভারত থেকে রাজনৈতিক পর্যায়ে থাবা বিস্তার করাই হবে সহজ উপায়। এক্ষেত্রে ঢাকায় কোন ভারত বিরোধী সরকার যদি ক্ষমতায় থাকে তবে তাকে অস্থিতিশীল করায় ভারত অপ্রচলিত পথে শক্তি প্রয়োগ করবে।

শামছুর রহমান ও শ্রীকান্ত মহাপাত্র'র কথা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে যে পলিসি গ্রহণ করছে তা এই দুইজনের কথায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তারা গ্রহণ করেছে সরকারকে নতজানু করার কৌশল যার ধারাবাহিকতায় আবার তারা যাতে তাদের পছন্দনীয় দলটিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে যেতে পারে। এ জন্য শ্রীকান্ত মহাপাত্রের কথার সূত্র ধরেই যেন ভারত ও তার এদেশীয় দোসররা জোট সরকারকে অস্থিতিশীল করার যাবতীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ফলে প্রথম দিকে ভারতীয় চাণক্যরা সরাসরি আঘাত না হানলেও সম্প্রতি তাদের তৎপরতা চরম আকার ধারণ করছে। তারা চাইছে ফাইনাল আঘাত হেনে বর্তমান সরকারকে ন্যাক্কারজনকভাবে হটিয়ে দিয়ে তাঁবেদার দলটিকে

www.pathagar.com

ক্ষমতায় আনতে। এ জন্য যা যা করা দরকার তার সবকিছুই তারা করছে। নি:সন্দেহে এদেশীয় পঞ্চমবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের অন্যতম উপাদান। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ভারত ও তার দোসরদের তৎপরতা বা কৌশল পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নজরে আসে :

চারদলীয় জোট ভাঙ্গার কোন বিকল্প নেই

২০০১ সালের নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের জন্য বিশেষ টার্নিং পয়েন্ট। কারণ এবারই প্রথম এদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিগুলো একজোট হয়ে ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী এবং কথিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়ায়। তারা জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় সেবাদাসরা তা কোনমতেই মেনে নিতে পারেনি। আ'লীগ মাত্র ৫৮টি আসন লাভ করে যা তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়। এতে ভারতীয় মহলে সঙ্গতকারণেই হৃদকম্প শুরু হয়ে যায়। তারা মনে করতে থাকে যদি চারদলীয় জোট স্থিতিশীলতার সাথে দেশ পরিচালনা করে তাহলে আগামী নির্বাচনে হয়তো তাদের পোষ্য দলটি আরও কম আসন পেতে পারে। এ পর্যায়ে ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের সামনে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি চারদলীয় জোট ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া ভিন্ন কোন পথ খোলা নেই। এছাড়া তারা যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ঘটনা পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারকে ইমেজ সংকটে ফেলার উদ্যোগও গ্রহণ করে।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর থেকেই বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা শুরু

লক্ষ্যণীয় যে, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের দিন যখন ফলাফল আসতে শুরু করে তখন রাত আটটার দিকে সকলে নিশ্চিত হয়ে যায় যে জোট বিপুল ভোটে বিজয়ের পথে চলেছে। রহস্যজনকভাবে তখন হঠাৎ করে একুশে টিভিতে প্রচার করা হতে থাকে যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি-জামায়াতের 'সন্ত্রাসীরা' সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হানা দেয়া শুরু করেছে, হিন্দুদের মারপিট করছে। সেই থেকে শুরু। জোট সরকার ক্ষমতা

www.pathagar.com

গ্রহণের পর থেকেই পঞ্চম বাহিনীর সদস্যরা দেশে বিদেশে কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী প্রচারে মাঠে নেমে পড়ে। সমন্বিত প্রচারণা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে সদ্য গঠিত সরকারের সামনে তখন এটিই মুখ্যবিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ পর্যন্ত এ জাতীয় যতো প্রচারণা বিদেশের মাটিতে হয়েছে তার পিছনে ভারতীয়দের হাত থাকার যথেষ্ট আলামত পাওয়া গেছে। একদিকে যেমন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সকল দেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে তেমনি আওয়ামী বুদ্ধিজীবী. সাংবাদিকদের চিহ্নিত অংশটিও একই উদ্দেশ্যে মাঠে নেমেছে। এমনকি তারা দাতাসংস্থার কাছে চিঠি লিখে বাংলাদেশ সরকারকে সংখ্যালঘু নির্যাতক হিসেবে উল্লেখ করে সাহায্য বন্ধের জন্য বহুবার অনুরোধ করেছে। তাদের এই অপতৎপরতা এখনো চলছে।

বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ভারতে আশ্রয় লাভ

দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে ভারতীয় মহল বাংলাদেশে পরিকল্পিত সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ২০০২-২০০৩ সালে তারা কুখ্যাত সব সন্ত্রাসীদের দিয়ে দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। প্রতিদিন হত্যা, ডাকাতি, চাঁদাবাজি প্রভৃতি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতে থাকে। চারদিকে অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু সরকার এক্ষেত্রেও দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে র‍্যাব গঠন করে কঠোরভাবে সন্ত্রাস দমনের উদ্যোগ নেয়। এতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। র‍্যাবের তৎপরতার ফলে শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ প্রায় ৮০০ জন সন্ত্রাসী পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এদের সবাই চিহ্নিত হলেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসনের কাছ থেকে এরা যাবতীয় সহায়তা পেয়ে আসছে। কলকাতার মতো শহরে তারা দিব্যি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বারবার বলা হলেও তাদের ব্যাপারে ভারত সরকার কোন কথা বলছে না। জানা গেছে সন্ত্রাসীদের অনেকেই ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে যেমন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তেমনি তাদের গোপন বাড়িতেও (সেফ হাউস) অনেকে অবস্থান করছে। ভারত এসব সন্ত্রাসীদের দিয়ে প্রায়শই বাংলাদেশে নানা অঘটন ঘটিয়ে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে- ভারতের প্রশাসনের নাকের ডগায় কিভাবে কালা জাহাঙ্গীর,

www.pathagar.com

মোল্লা মাসুদ, জয়ের মতো সন্ত্রাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে? উল্লেখ্য গত ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আ'লীগের জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এ পর্যন্ত যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের সকলেই বলেছে যে কলকাতায় বসবাসরত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নির্দেশেই তারা ঐ ঘটনা ঘটিয়েছে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? এছাড়া সন্ত্রাসীদের গডফাদার শামীম উসমান, জয়নাল হাজারীও ভারতে অবস্থান করছে বলে নিশ্চিত খবর এ যাবত বহুবার প্রকাশিত হয়েছে।

সরকার পতনের আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে জামায়াত-বিএনপির সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টির কৌশল

সকল দিকে চেষ্টা করেও যখন আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় লবি সরকারের পতন ঘটাতে বা ন্যূনতম কোন আন্দোলন দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয় তখন তারা ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। তাদের এই কৌশলটি হচ্ছে যে কোন প্রকারে চারদলীয় ঐক্যজোট ভেঙ্গে দেয়া, তা সম্ভব না হলে সমান্তরাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করা যায়। এতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না এলেও অন্তত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী জোটকে ক্ষমতা থেকে হটানো যাবে। পরে সময় বুঝে আবার ভারতীয় তল্পিবাহক দলটিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এটা ভারতীয় নীতিনির্ধারক মহল ও আ'লীগ খুব ভাল করেই বোঝে যে যদি চারদলীয় ঐক্যজোট অটুট থাকে তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে কখনোই আ'লীগকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। আ'লীগ এটা অনুধাবন করেই জোট ভাঙ্গতে না পারলে যাতে নির্বাচন না হয় তেমনি একটি পরিস্থিতি সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় অযৌক্তিক পরিবর্তন, নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ইত্যাকার প্রসঙ্গ তুলে তারা আগে থাকতেই সেই ফিল্ড তৈরি করার চেষ্টা করছে। তবে গত কয়েক মাসের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে তারা এটা বুঝতে পারছে যে এসব ইস্যুতে রাজনৈতিক আন্দোলনে জনগণ খুব একটা সাড়া দিবে না। তাই এখন তারা সর্বশেষ অপশন গ্রহণ করেছে। আর তাহলো চারদলীয় জোটের প্রধান শরীক দল বিএনপি'র সাথে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ফাটল ধরানো। পত্রপত্রিকায় ব্যাপক প্রচার চালিয়ে এমন

www.pathagar.com

একটি অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে বিএনপি'র ভিতর থেকেই জামায়াতকে বাদ দেয়ার প্রস্তাব আসে ও প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য ইসলামী দল এবং জামায়াতের সম্পর্কে চিড় ধরানোর জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে ধারণা করা যায়। জঙ্গিবাদী জেএমবি'র সাথে জামায়াতের সম্পর্ক আছে এ জাতীয় প্রচারণা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

জামায়াত বিরোধী ধর্মীয় জোট গঠনের উদ্যোগ

এছাড়া জামায়াত বিরোধী ধর্মীয় জোট গঠনেরও চেষ্টা শুরু করা হয় চলতি বছরের প্রথম দিকে। ওলামা মাশায়েখ সম্মেলনের নামে এবং একাধিক সভা সেমিনারের মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেয়া হয়। সাধারণ আলেম ওলামা এর ভিতরের কাহিনী না জানায় প্রথম দিকে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের মনে যখন প্রশ্ন জাগে যে, কোথা থেকে বড় বড় হোটেলে বিপুল অর্থ ব্যয় করে সভা সেমিনার হচ্ছে কেবল জামায়াতের বিরুদ্ধে, তখন তারা পিছু হটে যান। এটাও একাধিক সূত্রে জানা যায় যে একটি কথিত ইসলামী পত্রিকার সম্পাদক ইসলামী দলগুলোকে চারদলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থ দেয়ার প্রলোভনও দেখান। তার পত্রিকার সাম্প্রতিক রিপোর্ট এবং উল্টো চলা থেকে এটা অবশ্য সবার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি আসলে জোট বিরোধী কোন শক্তির ক্রীড়নক হিসেবেই কাজ করছেন। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে তিনি মাঠে নামলেও এখন দেশপ্রেমিক ও ইসলামী রাজনীতির অনুরক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখিত পত্রিকাটির ভূমিকা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে তাই বলে এই চক্রান্ত থেমে নেই। বরং গত ১৭ আগস্ট '০৫-এ দেশব্যাপী সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের পর থেকেই ভারতপন্থী মহলটি একচেটিয়াভাবে জামায়াতের সাথে জেএমবি'র সম্পর্ক আবিষ্কারের মহাপ্রকল্প হাতে নিয়েছে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় আওয়ামী মহল ও জেমএবি'র উদ্দেশ্য যেন একই। উগ্রবাদের জন্ম দিয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপের পক্ষে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তারা পাগলপ্রায় হয়ে গেছে। যদি সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করে নির্বাচনে যাওয়া না যায় তাহলে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্য ভেঙ্গে দেয়াই হচ্ছে তাদের সামনে একমাত্র পথ ।

www.pathagar.com

কংগ্রেসের পছন্দনীয় দল আ'লীগ

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে গত বছর ভারতে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পরিপ্রেক্ষিতে আ'লীগ তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে চলে আসে। কারণ ঐতিহ্যগতভাবেই আ'লীগ কংগ্রেসের একমাত্র পছন্দনীয় দল যাদের ছাড়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্য কাউকে বাংলাদেশে তাদের বন্ধু বলে মনে করতে পারে না। এছাড়া কংগ্রেস হচ্ছে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে আধিপত্যবাদী মানসিকতাসম্পন্ন দল। এ জন্যই তারা বাংলাদেশ সরকারকে পাত্তা না দিয়ে শুরু থেকেই আ'লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে এমন আচরণ করতে থাকে যে তারাই যেন একমাত্র বাংলাদেশী জনগণের প্রতিনিধি। কংগ্রেসের কিচেন কেবিনেট-এর সবচয়ে প্রভাবশালী নেতা প্রণব মুখার্জী যিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক ও শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন (হাসিনা তাকে কাকা বলে ডাকেন) তিনি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বাংলাদেশ থেকে আ'লীগের যে নেতাই দিল্লী যান না কেন তিনি সহজেই ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সাথে দেখা করতে পারেন।

উল্লেখিত বিশ্লেষণ ছাড়াও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভারতীয় মহলের তৎপরতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া যেতে পারে :

গত বছর ২১ আগস্ট '০৪ ঢাকায় আ'লীগের জনসভায় ভয়াবহ গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাটি দুঃখজনক তাতে সন্দেহ নেই। তবে সঙ্গতকারণেই ঘটনা পরবর্তী কয়েকটি বিষয় নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। নি:সন্দেহে এই গ্রেনেড হামলার ঘটনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বেশ ক'টি দেশের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে কোন উদ্বেগের কথা না জানিয়ে ঘটনার মাত্র ৪৫ মিনিটের মাথায় শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রিও তখন দৌড়ঝাপ শুরু করে দেন। একই সাথে ভারতীয় হাইকমিশনে কূটনীতিকের ছদ্মাবরণে কর্মরত সি কে সিনহা (যিনি বাংলাদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা-'র'-এর স্টেশন চীফ) ও ডেপুটি হাইকমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তীর তৎপরতাও সে সময় সকলের সন্দেহের উদ্রেক করে।

www.pathagar.com

এদিকে গ্রেনেড হামলা তদন্তে সরকার যখন ইন্টারপোল কর্মকর্তাদের ঢাকায় নিয়ে আসে তখন রহস্যজনক কারণে আ'লীগের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা করা হয়নি। এমনকি শেখ হাসিনার গাড়ীটি পর্যন্ত তাদের পর্যবেক্ষণ করতে দেয়া হয়নি। এরপরও তদন্তে বেরিয়ে আসতে থাকে যে ভারতে আশ্রিত বাংলাদেশী সন্ত্রাসীদের একাংশের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই ঐ ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে ধৃত সন্ত্রাসী আরমানও তার স্বীকারোক্তিতে ঐ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা জানিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে যারা গ্রেফতার হয়েছে তারা স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছে যে কলকাতায় অবস্থানরত শীর্ষ সন্ত্রাসী জয়, মুকুলের নির্দেশে তারা গ্রেনেড হামলা চালায় এবং 'বড় ভাইরা' তাদের নির্দেশ দেয় গ্রেনেড এমনভাবে ছুড়তে হবে যাতে শেখ হাসিনার কোন ক্ষতি না হয়। এটাও জানা যায় ঐ সব সন্ত্রাসীরা কলকাতায় দিব্যি রাজার হালে আছে, 'র' কর্মকর্তাদের সাথে প্রায়শই দেখা সাক্ষাৎও করছে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় কেন ভারতীয় গোয়েন্দারা বা প্রশাসনের কর্তারা ঐসব সন্ত্রাসীদের বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করছে না? আসলে কি ভারতীয় মহলই আ'লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিল?

২১ আগস্ট গেনেড হামলায় আহত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় ভারতে

এছাড়া সে সময় পত্র পত্রিকায় আহত আ'লীগ নেতাকর্মী যারা ভারতে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল তাদের নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এখানে এমন একটি রিপোর্টের উল্লেখ করা হলো :

গ্রেনেড হামলায় আহত যেসব আওয়ামী লীগ কর্মী 'চিকিৎসার' জন্য ভারতে গিয়েছেন তাদের ব্যাপারে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। ভারতের 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকায় কলকাতায় 'চিকিৎসাধীন' কর্মীদের নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের পর তাদের ভারত গমন সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দায়িত্বশীল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানিয়েছে গত মঙ্গলবার যে ক'জন আ'লীগ কর্মী কলকাতায় যান তাদের অনেকেই প্রথমে হাসপাতালে না গিয়ে নিউমার্কেটসহ কয়েকটি সুপার মার্কেটে যান কেনাকাটা করার জন্য। এরপর তারা দলবেধে পিয়ারলেস

www.pathagar.com

হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ডাক্তারদের অনুরোধ জানায়। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তারসহ হাসপাতালের দায়িত্বশীল আরো ক'জন চিকিৎসক তাদের আঘাত পরীক্ষা করে বলেন যে তা মোটেও গুরুতর নয় এবং এ জাতীয় আঘাতের ফলে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই। এই পরিস্থিতিতে আহতদের মধ্য থেকে কলকাতায় তাদের 'বন্ধু'দের টেলিফোনে ঘটনা জানানো হয়। অল্প সময়ের মাঝে সেখানে ডিবি'র কর্মকর্তা ছাড়াও আইবি'র অফিসার এসে হাজির হন। তারা ডাক্তারদের উল্লেখিত আ'লীগ কর্মীদের ভর্তি করিয়ে নেয়ার জন্য বিশেষভাবে বললেও চিকিৎসকগণ তাদের সেখানে ভর্তি না করানোর পক্ষেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। সূত্র মতে এ পর্যায়ে সেখানে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র' কর্মকর্তা পি কে শর্মা। তিনি আসার পরই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সুর পাল্টে ফেলেন। পি কে শর্মা আহতদের জন্য গার্ডের ব্যবস্থা করা ছাড়াও তাদের সাথে যে কারো দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আহতদের হাসপাতালের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। জানা যায় এরই এক ফাঁকে হিন্দুস্তান টাইমসের সাংবাদিকরা আহতদের একজনের সাথে কথা বলার সুযোগ পায় এবং সে প্রেক্ষিতে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ নিয়ে ভারতে বিশেষ করে কলকাতায় তোলপাড় সৃষ্টি হয় এবং হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করার ব্যবস্থা করেন পি কে শর্মা। উল্লেখিত সূত্রে আরো জানা যায় যে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মকর্তারা আহত আ'লীগ নেতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য গেলেও তাদের পর্যন্ত 'র' কর্মকর্তার নির্দেশে দেখা করতে দেয়া হয়নি।

এদিকে আ'লীগের সিনিয়র নেতা কাজী জাফরউল্লাহ সিঙ্গাপুরে 'চিকিৎসার' জন্য যাওয়ার পর তিনিও সেখানের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে একই অবস্থার মুখোমুখি হন বলে অপর একটি সূত্র জানিয়েছে। সেখানে ডাক্তার জেফরি চিউ তাকে পরীক্ষার পর বলেন যে তার আঘাত গুরুতর নয় এবং তার হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই। সেখানে 'র' ততোটা প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় তিনি এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেননি। এখন তাকে সিঙ্গাপুরে নয় অন্য কোন ক্লিনিকে ভর্তি হতে হবে বা দিন কয়েক থেকে দেশে ফিরে আসতে হবে।

www.pathagar.com

৩০ এপ্রিল '০৪ সরকার পতনের ডেডলাইন ও রহস্যজনক আব্দুল জলিল

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পূর্বে ২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিল সরকারের পতন 'ঘটবেই ঘটবে' বলে আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, তার হাতে 'ট্রাম্প কার্ড' রয়েছে। ঐ সময় জনাব জলিল চিকিৎসার কথা বলে অকস্মাৎ ভারত সফরে যান। দিল্লীতে গিয়ে তিনি মূলত দেখা করেন প্রণব মুখার্জীর সাথে। পত্রিকায় সে সময় রিপোর্ট বের হয় যে তার সাথে দিল্লীতে 'র'-এর শীর্ষ কর্মকর্তারাও গোপন বৈঠকে মিলিত হন। কি কারণে কথিত ট্রাম্প কার্ড' ছাড়ার আগে জলিল ভারত সফর করেছিলেন? অন্যদিকে প্রশিকা নামের এনজিও'কে দায়িত্ব দেয়া হয় ৩০ এপ্রিল সারাদেশ থেকে লাখ লাখ কর্মী এনে ঢাকা অচল করে দিতে। যদিও সরকারের সময়োচিত ও কঠোর পদক্ষেপের ফলে সেবার আ'লীগ সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়- আ'লীগ তো আর এমনি এমনি হুমকি দেয়নি। নিশ্চয়ই কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল যা শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা'র কর্মকর্তাদের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের বৈঠক

এরপর ২০০৪ সালের শেষ দিকে আ'লীগ আবার দেশব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করে। মানব প্রাচীর তৈরির আড়ালে তারা আবার নৈরাজ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা করে। সেবারও জনাব জলিল উত্তরবঙ্গে কর্মসূচি শেষ করে ঢাকায় এসে ১৪ দলের কোন নেতাকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করে ভারত রওয়ানা দেন 'চিকিৎসার' নাম করে। এবারও তিনি দিল্লীতে গিয়ে 'র' কর্মকর্তা ও প্রণব বাবুর সাথে দেখা করেন। অবশ্য সাবের হোসেন চৌধুরী ও তাদের জোটের আরো কয়েকজন নেতাও একইভাবে প্রণব মুখার্জীর সাথে বৈঠক করেন বলে খবর প্রকাশিত হয়। কেন প্রণব বাবুর সাথে এতো দহরম মহরম?

www.pathagar.com

জেএমবি নেতা শায়খ আব্দুর রহমান আওয়ামী লীগ নেতার ভগ্নিপতি

এদিকে বাংলাদেশে গত ১৭ আগস্ট '০৫ দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। একইসাথে জানা যায় যে জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ জেএমবি নামের একটি উগ্রবাদী সংগঠন এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা তাদের দলের পক্ষে লিফলেটও বিলি করে। এই দলের শীর্ষ নেতা হচ্ছে- শায়খ আব্দুর রহমান। তিনি আ'লীগ দলীয় সংসদ সদস্য মির্জা আযমের ভগ্নিপতি। আওয়ামী লীগ আমলে মির্জা আযমের বদৌলতে তিনি ব্যবসা ও টেন্ডারবাজি করে কোটি কেটি টাকা উপার্জন করেন। আরো জানা যায় যে তিনি প্রায়শই ভারতে যাতায়াত করেন। কিন্তু জেএমবি'র অপকর্মের সাথে কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই একশ্রেণীর পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে যে, জেএমবি আসলে জামায়াতের সৃষ্টি এবং যারা আত্মঘাতী বোমা হামলা করছে তারা জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত। সংবাদ ও বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ায় প্রকাশিত এসব তথ্যের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়। তদন্ত শেষে তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি রিপোর্ট প্রদান করে। এতে বলা হয়েছে 'গোয়েন্দারা পুংখানুপুংখ তদন্ত করে দেখেছে মিডিয়ার এসব প্রতিবেদন কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন।'

কে এ বড় শক্তি?

এ যাবত যতো জেএমবি জঙ্গী ধরা পড়েছে ও আত্মঘাতী বোমাবাজিতে অংশ নিয়েছে তারা সকলেই মাঠ পর্যায়ের কর্মী, নিতান্তই অর্ধশিক্ষিত ও গরীব। তারা শায়খ আব্দুর রহমানের নির্দেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে বললেও তাদের উপর মহলের কাউকেই তারা চিনে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে- এতো বড় সংগঠন পরিচালনা করা ও তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা কি সাধারণ কোন ধর্মীয় নেতার পক্ষে সম্ভব? আর যেভাবে সরকার ফেলে দেয়ার জন্য নির্বাচনের এক বছর আগ থেকে এরকম কর্মকাণ্ড শুরু করা হয়েছে তাতে তো স্পষ্টভাবেই মনে হয় যে খুবই সুপরিকল্পিতভাবে কোন লক্ষ্য নিয়েই তারা মাঠে নেমেছে এবং এ জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়ন, সংগঠন পরিচালনা ও অর্থ ব্যয় কোন বড় শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তাহলে এই বড় শক্তিটি কে বা কারা? কেন এদের এবং আ'লীগের দুজনেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক?

www.pathagar.com

কে জেএমবি'র এতো সুন্দর ইংরেজীতে ওয়েব সাইট প্রচারের ব্যবস্থা করেছে

জেএমবি'র নামে ইন্টারনেটে ইংরেজিতে যে ওয়েব সাইট তৈরি করা হয়েছে তাতে ইংরেজি ভাষায় যে কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে তা কোনভাবেই শায়খ আব্দুর রহমান বা বাংলা ভাইয়ের মতো সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কে তবে এভাবে এতো সুন্দর ইংরেজিতে ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে?

ঝালকাঠিতে বিচারক হত্যা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় যে বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে পাওয়ার জেল। গত কয়েক মাস থেকেই বিডিআর সদস্যরা রাজশাহী, সাতক্ষীরা ও সিলেট সীমান্তসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে এই পাওয়ার জেল আটক করে আসছিলেন। এগুলোর গায়ে প্রস্তুতকারক হিসেবে 'ইন্ডিয়া এক্সপ্লোসিভ লিমেটেড- গোমিয়া, ঝাড়খন্ড' সীল মারা রয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর '০৫ তারিখে সুনামগঞ্জ সীমান্তে বিডিআর-এর ধাওয়া খেয়ে দু'জন ভারতীয় সন্ত্রাসী সীমান্তের জিরো লাইনের কাছে একটি ব্যাগ ফেলে যায়। তাতেও পাওয়ার জেল পাওয়া যায়। এর সাথে পাওয়া যায় জনৈক 'বীণাদি'র চিঠি।'

ইন্ডিয়ান বিস্ফোরকের সঙ্গে বীণাদির চিঠি

"গত ১৭ নভেম্বর ছাতক সীমান্তের রতনপুর বাগানবাড়ি এলাকা থেকে বিডিআর সদস্যরা পাঁচটি পাওয়ার জেল, ইলেকট্রিক ডেটোনেটরসহ দু'টি বোমা, পাঁচটি ডেটোনেটর ও পাঁচটি ফিউজ উদ্ধার করে। পাওয়ার জেল অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক। উদ্ধারকৃত এই জেলের গায়ে লেখা ছিল- ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড ওরিকা, গামিয়া ৮২৯১১২। সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া ব্যাগে আরো পাওয়া যায় ইন্ডিয়ান জনৈক বীণাদির একটি চিঠি যা তিনি লিখেছেন বাংলাদেশের ডা. হান্নান দাদার কাছে। চিঠিতে লেখা ছিল- আপনার কাছে পত্রবাহক দ্বারা সাতটি বোম, পাঁচটি ডেটোনেটর

www.pathagar.com

সেট, পাঁচটি ফিউজ, একটি কাপড়ের ব্যাগ পাঠানো হলো। আপনি ছাতক পার্টির কাছে হ্যান্ডওভার করে পেছনের টাকা ও পরের টাকা নিয়ে ঢাকা পার্টির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। চিঠিতে বীণাদির কাছে চকোলেট স্বর্ণ কিনে পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে।

এবারই প্রথম এ জাতীয় পাওয়ার জেল আটক হয়নি। গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজশাহী সীমান্তে বিডিআর আটক করেছিল ২২ কেজি পাওয়ার জেলসহ কয়েক হাজার ডেটোনেটর। এগুলোর গায়েও ছিল ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড-এর ছাপ। ওই সীমান্ত থেকে বিডিআর আরো আটক করেছিল ইন্ডিয়ায় তৈরি বিভিন্ন ধরনের ১১৭টি অস্ত্র, ২০ কেজি গান পাউডার, রকেট লাঞ্চার চারটি, মাইন চারটি ও বিভিন্ন ধরনের গুলী ২৯ হাজার ৩৬০টি।

এছাড়া গত ছয় মাসে ছাতক ও তাহিরপুর সীমান্তে বিডিআর সদস্যরা ১৪টি ইন্ডিয়ান গ্রেনেড, আটটি এক্সপ্লোসিভ, ১১টি ডেটোনেটর ও ১০টি ফিউজ আটক করে। ইন্ডিয়ান যেসব অস্ত্র বা গোলাবারুদ আটক করা হয়েছে সেগুলো এ দেশে পাচার হয়ে আসা বিস্ফোরক বা অস্ত্রের একটি খন্ডাংশ মাত্র। বড় কথা হচ্ছে, সীমান্তে আটককৃত বিস্ফোরকগুলো ইন্ডিয়ার তৈরি। এতে প্রমাণিত হয়, সে দেশের প্রশাসন বা গুপ্তচর সংস্থার প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছাড়া এগুলো এভাবে বাংলাদেশে আসতে পারে না।

আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে, গত ১৪ নভেম্বর ঝালকাঠিতে যে বোমা ছুড়ে দু'জন বিচারককে হত্যা করা হয় সেই বোমায়ও ব্যবহার করা হয়েছে ইন্ডিয়ার তৈরি পাওয়ার জেল।

[যায যায় দিন ২২ নভেম্বর '০৫]

www.pathagar.com

১৭ আগস্ট '০৫-এ বোমা বিস্ফোরণের পরপরই সেদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চরম বাংলাদেশ বিরোধী সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এর পাশাপাশি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা এমনভাবে চালানো হয় যে তাতে যে কারোই মনে হবে- চারদলীয় জোট সরকারই মূল সমস্যা ও তারা ক্ষমতা থেকে চলে গেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখানে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো-

বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার তুঙ্গে : টার্গেট সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও জোট সরকার :

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ভারতের পত্রপত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সরকারী পর্যায়ের নীতিনির্ধারকরাও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। অনেক ক্ষেত্রে কূটনীতির ভাষা ব্যবহার করে রীতিমতো হুমকির সুরে কথা বলছেন। এক্ষেত্রে গত ১৭ আগস্ট বোমা বিস্ফোরণের পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ বিরোধী মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বাংলাদেশে মৌলবাদীরা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হচ্ছে সরকারে, সেনাবাহিনীতে। সেখানে ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম একটা জটিল জায়গায় চলে গিয়েছে।' একজন মানবতাবাদী হিসেবে এযাবত পরিচিত হলেও সাক্ষাৎকারে তিনি একজন গোড়া হিন্দু মৌলবাদীর সুরে কথা বলেছেন। 'বাংলাদেশ এখন মিলিটারি থ্রেট না হলেও এখন একটা থ্রেট।' বুদ্ধদেব আরো জানান, তিনি দিল্লীকে বহু আগে থেকেই বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে বাংলাদেশ একটা থ্রেট। এনিয়ে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং-এর সাথেও কথা বলেছেন, তাদের বোঝাতে চেয়েছেন- ভারতের জন্য বাংলাদেশ যেহেতু হুমকি তাই এদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখিত পত্রিকার ১৯ আগস্ট সংখ্যায়ও গোয়েন্দা সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে তথ্য দেয় তাতে বলা হয়, বিস্ফোরণের

www.pathagar.com

অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে ভারতে অনুপ্রবেশের মাত্রা এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দেয়া। ঐ রিপোর্টে গোয়েন্দারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে এতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব আরো বাড়বে। আনন্দবাজার পত্রিকার ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে ভারত সরকার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যাতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কোন হামলা না হয় সে ব্যাপারে বাংলাদেশকে 'সতর্ক' করে দিয়েছে। ১৭ আগস্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন সে প্রসঙ্গে লোকসভায় সিপিআই সংসদ সদস্য গুরুদাস গুপ্ত বলেন, বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিদের উত্থান ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক। এসবের পাশাপাশি ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রিও সকল কূটনৈতিক শিষ্টাচার লংঘন করে বোমা বিস্ফোরণের পর অভিযোগ করে বলেন, 'যারা ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়, বোমা হামলা তাদেরই কাজ।' কোন দেশে এভাবে কোন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য দেয়া অকল্পনীয় হলেও বাংলাদেশে বীণা সিক্রি বড় গলায়ই তা বলেছেন, কোন রাখঢাক করেননি।

এদিকে এসবের সমান্তরালে ভারতের টেলিগ্রাফ পত্রিকায় সে দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক সরকারের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি গোপন পর্যালোচনা রিপোর্ট নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ থেকে জানা যায়, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলো নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছে এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে সকল দাতা সংস্থাগুলোকে বাংলাদেশে সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগের উপদেশ দিয়েছে। ঐ রিপোর্টে বাংলাদেশে মৌলবাদীরা ২০১০ সালের মধ্যে ক্ষমতায় আসতে পারে বলেও আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া বর্তমান জোট সরকার ও সকল ইসলামী দলগুলোর বিরুদ্ধেই কথিত গোয়েন্দা রিপোর্টে বিষোদগার করা হয়েছে এবং সরকারকেই তাদের মদদদাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কথিত গোয়েন্দা রিপোর্টে বাংলাদেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই সম্পর্কে অভিযোগ এনে বলা হয়েছে যে তারা পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সহযোগিতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলা দলগুলোকে আশ্রয় প্রশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে বোমা বিস্ফোরণের পরপরই ভারত সীমান্তব্যাপী নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দেখামাত্র গুলীর নির্দেশ

www.pathagar.com

জারী করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে রীতিমতো হাজার হাজার রাউন্ড গুলীও ছুড়ে বিএসএফ। ঘোষণা করে 'জঙ্গী'রা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

আরো লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তিতে পুলিশের সূত্রে বিভিন্ন পত্রিকায় ভারত থেকে বোমা ও রশদ এসেছে বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়েও বলা হয়েছে বিদেশী শক্তির ইন্ধনেই হয়েছে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ।

বাংলাদেশের কোন স্বতন্ত্র সার্বভৌম অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই- কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভায় অভিমত

'দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশের কোন স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নেই। এই এলাকায় যে উন্নয়ন হবে তাতেই বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়ে যাবে।' কলকাতায় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বাংলাদেশের একজন কথিত বুদ্ধিজীবীর সামনেই এই ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়য়ের অধ্যাপক স্মৃতি কুমার সরকার। ক্যাম্পেইন এগেইন্সট এট্রোসিটিস অন মাইনোরিটিস ইন বাংলাদেশ-'ক্যাব' এই সভার আয়োজন করে। কলকাতার একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর দক্ষিণ গ্যালারীতে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্যাব-এর আহ্বায়ক মুহিত রায়, সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশন্স-এর পরিচালক বিমল প্রামাণিক ও বাংলাদেশের শাহরিয়ার কবির। আলোচনাকালে বক্তারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ইসলামী জঙ্গীদের উত্থান নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তারা এ ব্যাপারে অবিলম্বে ভারত সরকারকে বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান। শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশী হলেও এসবের কোন প্রতিবাদ তো করেনইনি বরং বলেছেন, মুসলমানরা অনেকটা যাযাবরের মতো। তারা একেক সময় একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যান।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির দাবিদার
জনাব জলিলের রহস্যময় দিল্লী ভ্রমণ

একটি পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সংসদ সদস্য আব্দুল জলিল গত ১৪ মার্চ ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট নং-বিজি-০৯৩ যোগে এক অনির্ধারিত সফরে বেলা ১৬-১০ মিনিটে কলকাতা বিমান বন্দরে আগমন করেন। কলকাতা থেকে দিল্লীর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর বিকেল ১৭-০০ এবং সন্ধ্যা ১৯-০০ ঘটিকার উভয় ফ্লাইটেই তিনি বুকিং সংরক্ষণ করেন। কলকাতায় পৌছানোর পর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে সরাসরি তিনি আভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরে গমন করেন। অতঃপর বিকাল ১৭-০০টা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর বিমানযোগে তিনি দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা করেন। জানা যায়, যথাসময়ে দিল্লী পৌঁছে তিনি অভিজাত পাঁচ তারকা হোটেল অশোকার ৬১৩ নম্বর রুমে চেক-ইন করেন। জনাব জলিল স্কর্ট হাসপাতালের প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নরেশ ত্রিহানের সাথে সাক্ষাতের জন্য দিল্লী আসেন বলে জানা গেলেও বস্তুত পক্ষে ডাক্তার নরেশ ত্রিহান বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন বলে জানা যায়। হোটেলে চেক-ইন করার পর থেকে আজ ১৭-০০টা পর্যন্ত জনাব জলিল হোটেলের বাইরে কোথাও গমন করেননি বলে জানা যায়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সন্ত্রাসের মদদদাতা ভারত : এ সংক্রান্ত আরও কিছু খবর তুলে ধরা হলো

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৬টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার

শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) প্রতিনিধি : শিবগঞ্জ উপজেলার উজিরপুর ইউপির চরাঞ্চলের ওয়াহেদপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওয়াহেদপুর বিওপি বিডিআর বৃহস্পতিবার রাতে ৬টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা উদ্ধার করেছে। ৩ ব্যক্তি সীমান্ত থেকে ৬টি বোমা নিয়ে আসার পথে বিডিআর সদস্যদের দেখে ব্যাগসহ বোমাগুলো ফেলে পালিয়ে যায়। পরে বিডিআর সেগুলো আটক করে। [আমার দেশ ১০ ডিসেম্বর '০৫]

ভারত থেকে ঢাকা আসার পথে শায়খ আব্দুর রহমানের সেকেন্ড ইন কমান্ড ও জেএমবির প্রধান প্রশিক্ষক গ্রেফতার

আমার দেশ ডেস্ক : সারাদেশে জঙ্গি দমনে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। জেএমবির শীর্ষ প্রশিক্ষকসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে বরিশাল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে খুলনা থেকে শীর্ষ প্রশিক্ষক মহিউদ্দিন ফারুকী (৪০), বানারীপাড়া থেকে ইফতেখারুল বারী (২৯) ও মেহেন্দিগঞ্জ থেকে শাহিন আলমকে (১৭) গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে শাহিন আলম জেএমবির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানা গেছে। গ্রেফতারকৃত ফারুকী এ সংগঠনের খুবই উচ্চ পদস্থ প্রশিক্ষক ও বরিশাল অঞ্চলের প্রধান বলে পুলিশ ধারণা করছে। এদিকে গতরাতে মেহেরপুরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে শায়খ আব্দুর রহমানের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ইলিয়াস হোসেন। ভারতে বোমা তৈরি ও আত্মঘাতী হামলার উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে ভারতীয় সহযোগী বোমারু মৃণাল কান্তিকে নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে ঢাকায় যাওয়ার পথে পুলিশ ইলিয়াসকে গ্রেফতার করে। মৃণাল কৌশলে পালিয়ে যায়। এছাড়াও গতকাল সারাদেশে গ্রেফতার হয়েছে আরো ২৫ জন। [আমার দেশ ৮ ডিসেম্বর '০৫]

ইনডিয়ান আর্ম চীফের টেলিফোন

১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান লে. জে. মঈন ইউ আহমেদের কাছে ইনডিয়ান আর্মির চিফ-এর টেলিফোন বড় ধরনের রহস্যের সৃষ্টি করেছে। এ দুই সেনাপ্রধানের মধ্যে ব্যক্তিগত কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। ইনডিয়ান আর্মি, প্রতিষ্ঠান হিসেবেই যে এ বিষয়ে খুব উৎসাহী তা বোঝা গেছে ওই টেলিফোন কলে। অন্য যে দিকটি ভাবা যায় তা হচ্ছে, বোমা হামলার ঘটনায় বাংলাদেশের সেনাপ্রধান কতোটা ঘাবড়েছেন তা তারা পরিমাপ করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশে ব্যাপক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার প্রতি ইনডিয়ান আর্মির ব্যাপক আগ্রহ এতে উন্মোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইনডিয়ান গভর্নমেন্টের আগ্রহ শুধু এটুকুতেই সীমিত ছিল না। ১৭ আগস্ট রাত সোয়া নয়টায় দিল্লিতে নিয়োজিত বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে ওরা ডেকে পাঠায় তাদের বিদেশ মন্ত্রকে। সেখানে তাদের সচিব বোমা হামলার ঘটনা নিয়ে ইনডিয়ার দুর্ভাবনার বিষয়টি অবহিত করেন বাংলা দূতকে। তাদের দিক থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যে প্রধান দুটি ছিল খুবই সন্দেহজনক। এক. এমন বিপদে নাকি তারা বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে প্রস্তুত। দুই. বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মালম্বীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে তারা নাকি খুবই বিচলিত। এসব আচরণ থেকে কারো কি বুঝতে খুব অসুবিধা হয়, ইনডিয়া কতোটা গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের দিকে।

এমন শ্যেন দৃষ্টি, মমতা না বিদ্বেষে ভরা, তা বোঝা যায় ২০ আগস্ট ইনডিয়ার প্রভাবশালী পত্রিকা The Telegraph-এ মিস্টার সুজন দত্তের Sanctions cryrises in Delhi শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটি পড়লে। সেখানে প্রথম প্যারাগ্রাফে বলা হচ্ছে, সে দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তাদের সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে, দিল্লি যেন মুখ্য সাহায্য দাতা সংস্থাগুলোর কাছে বাংলাদেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের দাবি জানায়। খালেদা জিয়াকে যেন ইসলামিক মৌলবাদীদের ওপর আঘাত হানতে বাধ্য করা হয়।

বিনিয়োগকারীদের সফরের আগে

এ থেকে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, বাংলাদেশের সাহায্য দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর প্রতি ভারত সরকারের বিশেষ নজর রয়েছে। এখানেই তাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় বাংলাদেশে বোমা হামলাকারীদের সঙ্গে। ৬ মার্চ ১৯৯৯-এ যশোরে উদীচী-র অনুষ্ঠানে হামলার মধ্য দিয়ে যে বোমাবাজির সূচনা তা গত সাড়ে ছয় বছর ধারাবাহিকভাবেই চলছে। ১৭ আগস্ট '০৫ পর্যন্ত ৩৩টি বোমা হামলা হয়েছে। এসব কয়টি হামলার মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে, বোমা আক্রমণের এক থেকে সাত দিনের মধ্য কোন না কোন বিশিষ্ট অতিথির বাংলাদেশ সফরের কর্মসূচি ছিল। এই অতিথিরা ছিলেন সাহায্য দাতা দেশ বা সংস্থার প্রভাবশালী কর্মকর্তা অথবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমি কিংবা আরব বিনিয়োগকারী। ইনডিয়ান বিনোয়োগকারীদের ক্ষেত্রেও অভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। এমন অদ্ভুত যোগসূত্রের রহস্য কি?

www.pathagar.com

জয়নাল হাজারীর পূর্ব ঘোষণা

১৭ আগস্ট বোমা হামলার দিন সংবাদ সংস্থা ইউএনবি প্রচারিত একটি খবর বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। বহিস্কৃত ও কুখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল হাজারী যিনি গত চার বছর ধরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে ইনডিয়ায় মুক্ত জীবন যাপন করছেন তিনি নাকি জানতেন ১৭ আগস্ট চমক সৃষ্টির মতো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটবে। গত ২৪ মে তিনি ইনডিয়া থেকে ফোন করেছিলেন ফেনীতে তার বোন খোদেজার মাস্টার পাড়ার বাসায়। লাউডস্পিকার লাগিয়ে সেই ফোনালাপ শোনানো হয়েছিল তার কর্মী-সমর্থকদের। সেদিন তিনি বলেছিলেন, ১৭ আগস্ট তার দেশ ত্যাগের চার বছর পূর্তি হবে, সেদিন কোন চমক সৃষ্টি হলে আশ্চর্য বা বিস্মিত হবেন না। এই দুর্বৃত্ত যে ইনডিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে একজন পছন্দনীয় ব্যক্তি তা দেশবাসী জানে। ঘৃণিত এই অপরাধী গত ৩৪ বছরে বেশ কয়েকবার সেই দেশে নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পেয়েছে। প্রভাবশালী আশ্রয় দাতাদের কাছ থেকে সে আগেভাগেই যে ১৭ আগস্টের পরিকল্পনা জানতে বা শুনতে পারে তা অস্বাভাবিক নয়।

শুধু তাই নয়। ইনডিয়ার কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল ১২ আগস্ট থেকে নাকি একটি রহস্যজনক খবর প্রচার করছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজশাহীতে বসে একটি ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠি ইনডিয়ার স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্টে সে দেশ জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ব্যাপক বোমা হামলার পরিকল্পনা করছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছিল। বাস্তবে ১৫ তারিখ নয়, ১৭ আগস্ট ব্যাপক বোমা হামলা হয়েছে বাংলাদেশে, ইনডিয়াতে নয়। এটা বোমা হামলাকারীদের জন্য ইলেকট্রনিক নির্দেশনা ছিল কিনা তা তদন্তকারীদের খুঁজে বের করতে হবে।

প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, ইনডিয়ার মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও এমপিরা তাদের দেশে সংঘটিত নানা সন্ত্রাসী ঘটনায় মদদ দেয়ার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তারা সরাসরিই বাংলাদেশকে দায়ী করেন সেই দেশের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের আশ্রয় ও সহযোগিতার জন্য। এমন দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে তারা কূটনৈতিক রীতি-নীতি ও শিষ্টাচারের তোয়াক্কা করেন না। বিপরীতে বাংলাদেশের কোন সরকারি কর্মকর্তা বা ক্ষমতাসীন

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল কিংবা জোটের কোন নেতার একটি কথাও যদি কোনভাবে ইনডিয়া বিরোধী হয় তাহলে তারা তা নিয়ে মহা হই চই শুরু করে দেয়। ধারাবাহিক এমন আচরণে তারা সুফলও পাচ্ছে। বাংলাদেশী নেতারা দেশের স্বার্থ বিরোধী এবং আগ্রাসী ইনডিয়ান আচরণ নিয়ে সচরাচর কোন কথা বলেন না। সাধারণত চুপ করে থাকেন। (যায়যায় দিন- সংখ্যা ৪৬ মঙ্গলবার ৩০ আগস্ট ২০০৫)

ইনডিয়ান প্রশ্রয়ে বাংলাদেশবিরোধী জংগি

১৭ আগস্ট বাংলাদেশে সিরিজ বোমা হামলার সঙ্গে ইনডিয়ার একাধিক সন্ত্রাসী জড়িত ছিল। বিডিআর-এর প্রধানের তথ্য ভিত্তিক এ অভিযোগের সঙ্গে ইনডিয়া দ্বিমত প্রকাশ করেনি। কিন্তু বাংলাদেশের একাধিক সংবাদপত্র বিষয়টি নিয়ে ইনডিয়ার পক্ষে কথা বলতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি দিল্লিতে বিডিআর-বিএসএফের নিয়মিত বৈঠকে সীমান্ত সমস্যা, জংগি ঘাটি, চোরাচালান রোধ, নিরপরাধ বাংলাদেশীদের হত্যাসহ দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এমন বিষয় নিয়েই সাধারণত এ পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা হয়। এছাড়া বৈঠকের কাছাকাছি সময়ে বড় কোনো অঘটন ঘটলে তা আলোচনায় গুরুত্ব পায়। ঢাকাসহ সারা দেশে আগস্ট বোমা হামলার ঘটনা এবার অন্যতম ইস্যু হিসেবে আলোচনার টেবিলে ওঠে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বোমা হামলার বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। এমন কিছু তথ্যের সঙ্গে বিএসএফপ্রধানও দ্বিমত প্রকাশ করেননি। তিনি স্বীকার করেন, বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের একজন ইনডিয়ান। বৈঠকের আলোচিত অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ ইনডিয়া উভয় পক্ষ সম্মত হওয়ার পর তারা যৌথ দলিলে স্বাক্ষর করেন। আলোচনাকে উভয় পক্ষ ফলপ্রসূ বলেও দাবি করে।

যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বিডিআরপ্রধান বোমা হামলার সঙ্গে ইনডিয়ার সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার কথা প্রকাশ করে দেয়ায় বিএসএফ বিব্রত হয়। সে দেশের কয়েকটি শীর্ষ সংবাদপত্র বিডিআরপ্রধানের বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে প্রচার করে। তারা লেখে, বাংলাদেশে যে সকল ইনডিয়ান সন্ত্রাসীরা আত্মগোপন করে রয়েছে তাদেরই কেউ কেউ বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত।

www.pathagar.com

ইনডিয়ান সংবাদ মাধ্যম যেখানে এ ধরনের কৌশল নিয়েছে সেখানে ঢাকার পত্রিকা প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার বিডিআরপ্রধানের বক্তব্যকে হঠকারী এবং ভুল হিসেবে দেখাতে চেয়েছে। এই ইসুতে দুই দেশের সম্পর্কে অবনতি ঘটতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইনডিয়ার বিদেশ মন্ত্রক। ফলে ডিজি বিডিআরের বক্তব্য নিয়ে যতোটা নয়, বরং জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে এই দুটি পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে।

বৈঠকে ১৭ আগস্ট প্রসঙ্গ

১৭ আগস্টের বোমা হামলার পরিকল্পনায় ইনডিয়ান মাওলানা মহসিন ভাদুরিয়া, মিস্টার রামেশ্বর প্রসূনসহ আরো অনেকে যে জড়িত ছিল সে তথ্যটি জানাতে গিয়েই বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সে দেশের মিডিয়ায় সফলভাবেই ঝড় তুলেছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত সূত্র থেকে জানা গেছে, ইনডিয়ার উত্তর চব্বিশ পরগনায় মিস্টার রামেশ্বর প্রসূনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নয়টিরও বেশি ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশ বিরোধী ট্রেনিং চালু রয়েছে। ওই সব ক্যাম্পেই ১৭ আগস্টের বোমা হামলার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন হয়। এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত এই বৈঠকে দিল্লির কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু বিতর্ক শুরু হয় তিন দিনের সম্মেলন শেষে যৌথ প্রেস কনফারেন্সে বিডিআর মহাপরিচালক যখন ইনডিয়ার সাংবাদিকদের কাছেও বিষয়টি প্রকাশ করেন।

এ সম্পর্কে ডিজি বিডিআর বলেছেন, সম্মেলনে তথ্যগুলো উপস্থাপনের সময় ইনডিয়ার সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফের মহাপরিচালক সব সময় তার সঙ্গে ছিলেন। তার উপস্থিতির বাইরে কোন বক্তব্য বিবৃতি দেয়া হয়নি। সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কও হয়নি। বিডিআর ১৭ আগস্ট বোমা হামলায় ইনডিয়ায় বসে পরিকল্পনা তৈরি সম্পর্কে যে তথ্য হস্তান্তর করে এসেছে তার একটি অংশ সাতক্ষীরা থেকে গ্রেফতারকৃত ইনডিয়ান নাগরিক নাসিরুদ্দিন এবং গিয়াস উদ্দিনের কাছ থেকে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া। তারা বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশে অবস্থান করে ইনডিয়ান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লিপ্ত ছিল। তাদের কাছে পশ্চিম বাংলার উত্তর চব্বিশ পরগনার মাওলানা মহসিন ভাদুরিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায়। এছাড়া জানা যায়, লিবারেশন টাইগার অফ বাংলাদেশ (এলটিবি) নামে একটি বাংলাদেশ বিরোধী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের কথা। উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই রয়েছে এই সংগঠনটির নয়টি ট্রেনিং ক্যাম্প। নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির মিস্টার শৈলেন সরকার এবং জনযুদ্ধের মিস্টার মিজানুর রহমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এলটিবি-র সঙ্গে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জনযুদ্ধের অপারেশন পরিচালনার জন্য

www.pathagar.com

উত্তর চব্বিশ পরগনার বশিরহাট এলাকাতে ছয়টি বাড়ি নিরাপদ আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মি. সুশীল (ছদ্মনাম) নামে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এদের প্রশিক্ষক। বাংলাদেশী সন্ত্রাসীদের সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে ট্রেনিং দেয়া হলেও মূলত একই লক্ষ্যে তাদের পরিচালিত করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, ২১ আগস্ট, ১৭ আগস্ট ও অন্যান্য সন্ত্রাসী তৎপরতায় ইনডিয়ার অভ্যন্তরের সম্পন্ন হোমওয়ার্কের বড় ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে ১৭ আগস্টের হামলার বিষয়ে ইনডিয়ার কয়েকটি ক্যাম্পে ট্রেনিং হয়েছে বলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে গোয়েন্দারা তথ্য পেয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহীতে ধৃত জেএমবি-র সদস্যদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত ২২ কেজি পাওয়ার জেল, এক্সপ্লোসিভ ও ইলেকট্রনিক ডেটোনেটর উদ্ধার করা হয়। এসব উপকরণ ইনডিয়া এক্সপ্লোসিভ লিমিটেডের তৈরি বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়। দিল্লির সীমান্ত সম্মেলনে ইনডিয়ান কর্তৃপক্ষকে এসব তথ্য জানিয়েই এর প্রতিকার চাওয়া হয়।

ইনডিয়ায় বাংলাদেশ বিরোধী ঘাটি		প্রশিক্ষকের নাম
এক.	ভাদুরিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা	নিতাই গোপাল পাল, মহাদেব পাল সুকুমার সেন ও হিরালাল সেন
দুই.	উত্তর ক্ষত্রিয়পাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	অতুল সরকার, রবি সরকার, সুসেন সরকার, নিতাই গোয়েন ও তারাপদ সরকার
তিন.	জেলেপাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	সাহেব মণ্ডল, অশোক প্রামাণিক, অতুল প্রামাণিক, রঞ্জন পড়ুই
চার.	পশ্চিম ক্ষত্রিয়পাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	হারাধন মণ্ডল ও কামাল বিশ্বাস
পাঁচ.	কাপালিপাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	প্রভাত মণ্ডল, কাশরি বশার ও সতিশ বশার
ছয়.	মাগুরখালি, ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, (যশাইকাঠির কাছে), উত্তর চব্বিশ পরগনা	পূর্ণ সরকার, কালিকৃষ্ণ ব্যানার্জি, পরিমাল সরকার ও নারায়ণ চৌধুরী
সাত.	কাটিয়া, বশিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা	গণেশ মণ্ডল ও পরিতোষ দাস
আট.	বিজিতপুর, বশিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা	কার্তিক চন্দ্র ও দবি দাস
নয়.	গন্ধবপুর, বশিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা	পশুপতি (শিক্ষক), অজিত বৈদ্য, বঙ্কিম বৈদ্য ও সদানন্দ বিশ্বাস

www.pathagar.com

ইনডিয়ায় আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশের অপরাধীদের কয়েকজন ঃ

এক. কালা জাহাঙ্গীর
দুই. প্রকাশ কুমার বিশ্বাস
তিন. ত্রিমতি সুব্রত বাইন
চার. মোল্লা মাসুদ
পাচ. হারিস আহমেদ
ছয়. আরমান
সাত. আগা শামীম
আট. টোকাই সাগর
নয়. বিহারি মুন্না
দশ. সৈয়দ ইমাম হোসেন
এগারো. জয়
বারো. চেঙ্গা বাবু
তেরো. নরোত্তম সাহা
চৌদ্দ. ঢাকার কাচি

ইনডিয়ায় আশ্রিত বাংলাদেশ বিরোধী সংগঠন

বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সাল থেকে বঙ্গভূমি আন্দোলন চলে আসছে। এই আন্দোলনের ব্যানারে বঙ্গসেনা, বাংলাদেশ লিবারেশন অর্গানাইজেশন (বিএলও), বাংলাদেশ ফ্রিডম অর্গানাইজেশন (বিএফও), লিবারেশন টাইগার অফ বাংলাদেশ (এলটিবি) নামের সশস্ত্র গ্রুপগুলো বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া আরো কিছু সংগঠনের নেতারা ইনডিয়ায় বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানান অপতৎপরতা চালাচ্ছে। সক্রিয় এমন সাতটি সংগঠন হচ্ছে-

এক. প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ হিন্দু রিপাবলিক অফ বীরবঙ্গ
দুই. উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ
তিন. নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ
চার. বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিকার
পাঁচ. হিন্দু বাঙালি গণপরিষদ
ছয়. অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট
সাত. বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ (বাংলাদেশ রিফিউজি ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল)।

(যায়যায় দিন ৪ অক্টোবর, ২০০৫)

www.pathagar.com

১০ মাসে বিডিআর আটক করেছে অন্তত ২০ টন বিস্ফোরক : ভারত থেকে আসা অস্ত্র-বোমায় প্রকম্পিত হচ্ছে বাংলাদেশ : সিলেট-সুনামগঞ্জ সীমান্ত বোমা চালানের বড় রুট

শহীদুল ইসলাম: ভারত থেকে আসা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য, বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, অস্ত্র, গোলা-বারুদে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে গোটা বাংলাদেশকে। বাংলাদেশকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে এ সব পাঠিয়ে ধর্মের মুখোশ পরিয়ে একটি গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। জেএমবি ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। গত ১৭ অক্টোবর এক রাতেই ১৫ টনসহ বিগত ১০ মাসে অন্তত ২০ টন বিস্ফোরক দ্রব্য সীমান্ত এলাকায় আটক করেছে বিডিআর। সেই সাথে এই সময়ে বিপুল পরিমাণ বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, ডেটোনেটর, গুলী, অস্ত্র, গ্রেনেড ইত্যাদি ধরা পড়েছে। তবে বিডিআরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করা অস্ত্র, গোলা, বারুদ, বোমা, বিস্ফোরক ও বোমা তৈরির সরঞ্জামের পরিমাণ এর চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করছে। আর সেই বিস্ফোরক ও সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করা বোমাতেই প্রকম্পিত হচ্ছে বাংলাদেশ। অস্থিতিশীল করে তোলা হচ্ছে বিপুল রক্তে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম এই দেশ এই জনপদকে। সিলেট ও সুনামগঞ্জ সীমান্ত এলাকাকে অস্ত্র, বোমা, বিস্ফোরক চোরাচালানীর সবচেয়ে বড় রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ১৭ই অক্টোবর রাত ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিডিআর অভিযান চালায় জয়পুরহাটের গোয়াবাড়ী নামক স্থানে। এ সময় জনৈক সবুরের গোডাউনে ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছিল সালফার, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রন নামক বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ। ৩ ট্রাক বিস্ফোরকের মধ্যে একটি ট্রাক পালিয়ে যায়। পরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ঐ ট্রাকটি উদ্ধার করা গেলেও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। বাকি ২ ট্রাক বিস্ফোরক আটক করা হয় যার পরিমাণ ১৫ টন হবে বলে সূত্র জানিয়েছে। কে এই সবুর? তার মাধ্যমে ইতিপূর্বে কত বিস্ফোরক বাংলাদেশে এসেছে তা খতিয়ে দেখছে নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা।

www.pathagar.com

গত ফেব্রুয়ারি থেকে গত ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুধু ধরাপড়া অস্ত্র, গোলা, বারুদ ও বিস্ফোরকের পরিসংখ্যান বিরাট। ১৬ ফেব্রুয়ারি মৌলবীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল সীমান্তের জামুছড়া ত্রিপুরা বস্তি থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ ১ জন ভারতীয় এবং ১ জন বাংলাদেশীকে আটক করে ২ রাইফেল ব্যাটালিয়ন। গত ২৩ মে একই জেলায় কমলগঞ্জ থানার কান্দিগাঁও এলাকা থেকে ৯টি ব্লাক কার্তুজ, রাইফেলের গুলীর খালি খোসাসহ ২ জনকে আটক করা হয়।

বিস্ফোরক গোলা-বারুদের বড় একটি চালান ধরা পড়ে গত ১০ জুলাই সিলেটের কানাইঘাট থানার কারাবাল্লা এলাকা থেকে। গোলা-বারুদ ও অস্ত্রের মধ্যে ছিল ৩১৬টি একে ৫৬ রাইফেলের গুলী, ৩২৮টি ৯ এমএম পিস্তলের গুলী, ৪টি রাইফেলে'র ম্যাগাজিন, ৩টি এএমএম পিস্তলের ম্যাগাজিন, ৩টি ১০২ হ্যান্ড গ্রেনেড ও ১টি রাইফেলের পৌচেম। এসব গোলা বারুদসহ ৪ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিডিআর। গত ২৩ আগস্ট সুনামগঞ্জের ছাতক থানার সায়েদাবাদ সীমান্ত থেকে উদ্ধার করা হয় ১টি ভারতীয় এসএমজি ও ১টি শার্টার গান। ১৪ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জের দোয়ারবাজার, পানার সীমান্ত থেকে উদ্ধার করা হয় ২টি রিভলভার। এ ঘটনায় ১ জন বাংলাদেশীকে আটক করা হয়। ১ অক্টোবর সিলেটের জগন্নাথপুর থানা এলাকা থেকে ভারত থেকে আসা ২টি রিভলভার ও ২টি গুলীসহ ১ জন বাংলাদেশী আটক করে বিডিআর। ৪ অক্টোবর ছাতক সীমান্তে আরো ২টি রিভলভার উদ্ধার করা হয়। ১১ই অক্টোবর সুনামগঞ্জের তাহিরপুর সীমান্তে ৩টি তাজা বিস্ফোরক, ১২টি বোমা ও ৫টি ডেটোনেটর পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বিডিআর। সুনামগঞ্জের দোয়ারবাজার সীমান্ত এলাকা থেকে ৩ রাউন্ড গুলীসহ ২টি রিভলভার উদ্ধার করে বিডিআর। এ ঘটনায় ১ জন বাংলাদেশী হাতেনাতে ধরা পড়ে। গত ১১ নভেম্বর সুনামগঞ্জ সদর থেকে ভারত হতে আসা ৫ রাউন্ড গুলীসহ ২টি রিভলভার আটক করে বিডিআর।

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানা সীমান্ত থেকে বিডিআর আটক করে বিপুল পরিমাণ বোমা, বোমা তৈরীর সরঞ্জাম ও বিস্ফোরক দ্রব্য। আটককৃত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ৫টি বিস্ফোরক যার গায়ে লেখা ছিল পাওয়ার জেল ৯০১ এক্সপ্লোসিভ ২৫ এমএম×১১০ গ্রাম, ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড

www.pathagar.com

আরিকা তামিয়া ৮২৯১১২। এছাড়াও উদ্ধার করা হয় ২টি তাজা বোমা, ৫টি ডেটোনেটর ও ৫টি ফিউজ। সবই ভারত থেকে এসেছে। গত ২৮ নভেম্বর মৌলবীবাজারের কুলাউড়া সীমান্ত থেকে উদ্ধার করা হয় আরো অনেক অস্ত্র বিস্ফোরক ও গোলা বারুদ। এর মধ্যে রয়েছে ভারত থেকে আসা ১টি রিভলভার, ৬০ গ্রাম বিস্ফোরক দ্রব্য, ১টি রিভলভারের গুলী ও ১টি পাইপগান। গত ১লা ডিসেম্বর সিলেটের জৈন্তাপুর থানার সীমান্ত এলাকা থেকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদসহ ৩ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিডিআর। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় একনালা বন্দুক ১টি, ভারতীয় অর্ডন্যাল কার্তুজ ১৭টি, ভারতীয় ন্যাশনাল আর্মস একনালা বন্দুক ১টি। ৫ ডিসেম্বর সিলেটের কানাইঘাট থানার সীমান্তবর্তী ভালুকমারা গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয় বোমা ও বোমা তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জাম যা আসে ভারত থেকে। এর মধ্যে রয়েছে ১টি তাজা বোমা, ৩টি উচ্চ বিস্ফোরক প্যাকেট, ৪টি ফিউজ ও ২টি ডেটোনেটর। বিস্ফোরকের গায়ে লেখা টেল মিক্স-৯০, সান ব্রান্ড, ইন্ডিয়া। ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার থানা সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় আরো অস্ত্র ও গোলা-বারুদ ও বোমা। এসবের মধ্যে রয়েছে ১টি এক্সপ্লোসিভ, ১৯টি ডেটোনেটর, ১টি পিস্তল ও ৪ রাউন্ড গুলী। এক্সপ্লোসিভ, ২৫ এমএম×১১০ গ্রাম ইন্ডিয়া, এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড ওরিকা গমিয়া ৮২৯১১২। সর্বশেষ গত পরশু ১১ ডিসেম্বর সিলেটের কানাইঘাট থানার ভালুকমারা গ্রাম থেকে আবারও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ও বোমা সরঞ্জামসহ ধরা পড়ে ১ জন। আটককৃত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ৪৪০ গ্রাম ওজনের ৪টি উচ্চমানের বিস্ফোরক প্যাকেট, ১১টি ফিউজ ও ৬টি ডেটোনেটর। বিস্ফোরকের গায়ে লেখা ছিল টেল মিক্স-৯০, সান ব্রান্ড ইন্ডিয়া।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলা-বারুদ, বিস্ফোরক আসছে যার ছিটে-ফোঁটাই ধরা পড়ছে। আর এই ছিটে-ফোটার পরিসংখ্যানই এতো বড়। আর বাস্তব চিত্র কত বিশাল যা ধরা পড়ছে না তা কেইবা জানে। অভিজ্ঞ মহল বলছেন গত ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলা এবং পরবর্তীতে আদালত ভবন, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ঝালকাঠি, নেত্রকোনা, গাজীপুরে আত্মঘাতী বোমা হামলার যেসব

www.pathagar.com

ঘটনা ঘটেছে তার সবই ভারত থেকে আসা বিস্ফোরক ও সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি। ভারত থেকে পরিকল্পিতভাবে এসব আসছে। দেশের সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা, অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করা, গণতন্ত্র ও ইসলামী আন্দোলন ধ্বংস করা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার টার্গেটে ভারত থেকে বোমা, বিস্ফোরক, গোলা-বারুদ সরবরাহ করা হচ্ছে জেএমবি নামক ঘাতক চক্রের কাছে। (দৈনিক সংগ্রাম- ১৩ ডিসেম্বর '০৫ইং)

ভারতীয় বিস্ফোরক

র‍্যাব সূত্র জানায়, মুহম্মদের (জেএমবি'র চট্টগ্রাম কমান্ডার) কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বেশিরভাগ বিস্ফোরক ভারতে তৈরি। এর মধ্যে বোমা তৈরির সরঞ্জাম পাওয়ার জেল এবং বোমার মূল উপাদান অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ভারতে তৈরি। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের প্যাকেটে ভারতের মুম্বাইয়ের মার্ক কোম্পানির নাম লেখা রয়েছে। এ দুটি কেমিক্যাল অত্যন্ত শক্তিশালী। জিজ্ঞাসাবাদে মুহম্মদ র‍্যাবকে জানায়, চাঁপাইনবাগঞ্জ এলাকা দিয়ে বিস্ফোরকগুলো ভারত থেকে জেএমবির হাতে এসেছে।

ভারতেও সহযোগী

মুহম্মদের ডায়েরিতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম-ঠিকানা রয়েছে। র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে। মুহম্মদের ডায়েরিতে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার বশিরহাট ইউনিয়নের ইটিডিয়া গ্রামের জাতীয়তার সনদপত্রের একটি খসড়া কপি রয়েছে। র‍্যাব ধারণা করছে ভারতেও জেএমবির প্রচুর সহযোগী রয়েছে। তাদের মাধ্যমে জেএমবি সদস্যরা ভারতে যায় এবং তাদের মাধ্যমেই দেশে ভারতীয় বিস্ফোরক প্রবেশ করছে। (আমার দেশ- ১৫ ডিসেম্বর '০৫ইং)

বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততার তথ্য

জেএমবি'র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রতিবেশী একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততার কিছু তথ্য পেয়েছে চট্টগ্রাম র‍্যাব। জেএমবির চট্টগ্রাম কমান্ডার মুহম্মদের উত্তর কাট্টলীর আস্তানা থেকে র‍্যাব জেএমবির একটি কর্মপদ্ধতি উদ্ধার করেছে, যাতে ওই গোয়েন্দা সংস্থাটির নাম উল্লেখ রয়েছে। নাম

www.pathagar.com

ছাড়াও সংস্থাটির ব্যাপারে রয়েছে বেশ কিছু তথ্য। সেই তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ওই সংস্থাটির ১৬ হাজার কর্মী তৎপর রয়েছে। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম র‍্যাব এবং চট্টগ্রামে কর্মরত গোয়েন্দারা অনুসন্ধান শুরু করেছেন। র‍্যাব সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত কর্মপরিকল্পনাটি হাতে লেখা। এর এক জায়গায় এক অক্ষরে ওই গোয়েন্দা সংস্থাটির নাম লেখা। অন্য জায়গায় লেখা রয়েছে ১৯৮৮ সাল থেকে দেশে গোয়েন্দা সংস্থাটির ১৬ হাজার কর্মী কাজ করছে। বাংলাদেশের একটি ক্যান্টনমেন্টের মসজিদের ইমাম ভারতীয় বলেও কর্মপদ্ধতির এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ভারতে জঙ্গি তৎপরতা চালায় এমন অনেক ব্যক্তির নাম-ঠিকানা কর্মপদ্ধতিতে উল্লেখ রয়েছে। (আমার দেশ : ১৬ ডিসেম্বর '০৫ইং)

যতই দিন যাচ্ছে জেএমবি'র সাথে ভারত কানেকশন ততই স্পষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে জেএমবি'র সেকেন্ড ইন কমান্ড এবং সামরিক শাখার প্রধান আওয়ামী লীগ নেতা মির্জা আযমের ভগ্নিপতি শায়খ আব্দুর রহমানের ছোট ভাই আতাউর রহমান সানি গ্রেফতার হওয়ার পর চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বের হয়ে আসছে। তার দেয়া তথ্য অনুসারে শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী জেএমবি'র বিভিন্ন অস্ত্র গুদাম থেকে উদ্ধার করছে ভারত থেকে আসা বোমা তৈরির বিপুল বিস্ফোরক, পাওয়ার জেল, ওয়াটার জেল, গান পাউডার, ডেটোনেটর, গুলী, গুলী তৈরির ডাইস, রাইফেল পিস্তলসহ মারাত্মক সব অস্ত্র শস্ত্র। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি না করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরের শুধু কিছু শিরোনাম তুলে ধরা হলো ঃ

১. আতাউর রহমান সানির চাঞ্চল্যকর তথ্য "বোমার সরঞ্জাম আসছে ভারত থেকে" কেরানীগঞ্জে অভিযান বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার। (সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ ডিসেম্বর '০৫ইং)
২. রাজশাহীতে দুই হাজার ডেটোনেটর উদ্ধার : চার জেএমবি সদস্য গ্রেফতার। (সূত্র : আমার দেশ ১৭ ডিসেম্বর '০৫ইং)
৩. রংপুরে টাইমবোমা ডেটোনেটর বস্তাভর্তি বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার। (সূত্র : ১৮ ডিসেম্বর '০৫ইং)

www.pathagar.com

৪. জেএমবি'র হাতে আর কত গোলাবারুদ।

উদ্ধারকৃত বোমা ও বিস্ফোরক					
	বোমা	ডেটোনেটর	গ্রেনেড	আগ্নেয়াস্ত্র	বিস্ফোরক
ঢাকা	১০টি	১১৭৫টি	২৪টি	২০টি	১১৯ কেজি
গাজীপুর	৩টি	২৫টি	২টি	২টি	৯ কেজি
রাজশাহী	১০টি	৭০৩০টি	১টি	৪টি	২ কেজি
রংপুর	৯টি	২৪টি	৬২টি	২টি	৪১ কেজি
ময়মনসিংহ	১৪টি	৭০টি	১১টি	১টি	৩৯ কেজি

(সূত্র : আমার দেশ, ২০ ডিসেম্বর '০৫ইং)

৫. ৫ হাজার ভারতীয় বোমা ডেটোনেটর উদ্ধার ও জেএমবি'র বিভাগীয় প্রধান তারিকসহ গ্রেফতার ৩।

(সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ ডিসেম্বর '০৫ইং)

উদ্ধারকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ, ডেটোনেটর, বিস্ফোরকের উৎস ভারত তা প্রমাণিত সত্য। সরকারের সন্ত্রাস বিরোধী কঠোর অবস্থান এবং শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মতৎপরতায় প্রায় প্রতিদিনই ধরা পড়ছে সন্ত্রাসীরা। সীমান্ত পথে আসা অস্ত্রের চালানও আটক করছেন তারা।

আত্মঘাতি প্রচারণার ফল

বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। অব্যাহতভাবে চলছে একের পর এক ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রকারীদের রসদ সরবরাহ করছে বাংলাদেশের কিছু পরজীবী। সম্প্রতি এমন এক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ভারতীয় লেখক হিরন্ময় কারলেকার লিখেছেন মিথ্যা গাঁজাখুরি তথ্যে ভরপুর 'Bangladesh The Next Afghnistan? নামে একটি বই।

হিরন্ময় কারলেকার চারটি উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বাংলাদেশকে একটি উগ্র মৌলবাদী দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করেছেন। এ চারটি উৎস হলোঃ ১. শাহরিয়ার কবির গং ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবী, ২. দৈনিক প্রথম আলো, ৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪. Daily Star

বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু। কিন্তু গোড়া মৌলবাদী নয়। এ পর্যন্ত ভারতে কয়েক হাজার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এমন কোন দাঙ্গা হয়নি। এমন একটি উদার মুসলিম দেশকে আত্মঘাতি কিছু পরজীবীর অপপ্রচারের কারণে বিশ্ববাসী জানছে অন্যভাবে।

www.pathagar.com

জেএমবির সাথে জড়িত আ'লীগ নেতা-কর্মী

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জেএমবি'র সাথে জড়িত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ

জেএমবি প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযম এমপির ভগ্নিপতি। জেএমবির অস্ত্র প্রশিক্ষক সাবেক সেনা সদস্য হারুন আর রশিদ কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলা হালিমপুর ইউনিয়নের যুবলীগ সভাপতি, চট্টগ্রাম আদালতে বোমা হামলাকারী ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী পটিয়া থানা যুবলীগ ক্যাডার, রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতা আবু মুসা জহুরুল হকের বাসায় জেএমবির শক্তিশালী বোমা তৈরির কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। তার এ বাড়ীতেই আব্দুর রহমানের জামাতা থাকতো। সিপিবি নেতা এডভোকেট এরশাদ হোসেনের বাড়ী থেকে বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ ৩ জেএমবি ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়। জেএমবিকে অর্থ ও তথ্য সরবরাহকারী মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ আওয়ামী ওলামা লীগের উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম মহানগরী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেনের নেতৃত্বে ২৬ জন জেএমবি নেতাকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। স্বঘোষিত জেএমবি ক্যাডার আব্দুস সাত্তার মোল্লাকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে আওয়ামী নেতা ও আওয়ামী আমলের পিপি এডভোকেট ফখরুদ্দিন আহমদ, সিলেটে গ্রেনেড হামলার দায়ে গ্রেফতারকৃত রঞ্জিত সরকার সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, একই ঘটনায় গ্রেফতারকৃত বিধান সাহা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা, গাজীপুরে সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য হিসেবে গ্রেফতারকৃত আব্দুর রাজ্জাকের সকল আত্মীয়-স্বজনই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, বাংলা ভাইয়ের অর্থের যোগানদাতা আকবর আলী রাজশাহীর ১০ নং মারিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা, বাংলা ভাইয়ের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান আফসার আলী মাস্টার আওয়ামী লীগের ১২ নং জিকরা ইউপি'র সেক্রেটারী, বাংলা ভাইয়ের ক্যাম্পে নিয়মিত মাছ সরবরাহকারী খোদা বখস আওয়ামী নেতা ও ভবানীগঞ্জ পৌর চেয়ারম্যান, বাংলা ভাইকে চাঁদাবাজি করে অর্থের যোগানদাতা আয়েশ উদ্দিন আওয়ামী লীগ নেতা ও কাচারী কোয়ালী ইউপি চেয়ারম্যান,

www.pathagar.com

ঘোয়ালকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম বাংলা ভাইয়ের প্রত্যেক ক্যাম্পে গিয়ে মিটিং করেছেন এবং তার এলাকায়ই বাংলাভাইয়ের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প ছিল, আওয়ামী লীগ বাঘমারা থানার সহ-সভাপতি মতিউর রহমান টুকুর নিজস্ব মাইক্রোবাস বাংলা ভাই ব্যবহার করতো। বাংলা ভাইয়ের বাহিনীর অন্যতম নেতৃত্ব দানকারী ছিলেন আওয়ামী লীগের কাঁঠালবাড়গী ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, বাঘমারা এলাকায় বাংলাভাইয়ের বাহিনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীপুর ইউপি চেয়ারম্যান মকবুল মৃধা, আওয়ামী লীগ নেতা তাহেরপুর পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড কমিশনার বাবুল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাভাই বাহিনী আবুল খায়ের গ্রুপের ঢেউটিনের শুটিং-এ বাউল শিল্পী কুদ্দুস বয়াতী ও তার সহকর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়, আওয়ামী লীগের বাঘমারা থানা সেক্রেটারী জাকিরুল ইসলাম সান্টু তার নিজ বাড়িতে জেএমবির ক্যাডারদের আশ্রয় দিতো, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের আওয়ামী সমর্থক ডা. গোবিন্দ বাবু মাইক্রো দিয়ে বাংলাভাইকে সহযোগিতা করেছে। জেএমবি'র বিভিন্ন অপারেশনে নেতৃত্ব দানকারী আলম গোয়ালকান্দি ইউপির চেয়ারম্যানের ছোট ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা, জেএমবি'র ক্যাডার হিসেবে রাজশাহীতে গ্রেফতারকৃত ওবায়দুর রহমান ছাত্র লীগ কর্মী এবং তার পিতাসহ সবাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। জেএমবি'র ক্যাডার হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জে গ্রেফতারকৃত কপিল উদ্দিনের পিতাসহ সবাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত, আওয়ামী লীগ কর্মী সুনীল কুণ্ডু বাংলাভাইয়ের বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রেখেছে ও অর্থের যোগান দিয়েছে। গাজীপুর পৌরসভা ছাত্রলীগ সহসভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম ৯ কেজি এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট রাখার অভিযোগে নাইন এমএম পিস্তলসহ গত ২০ নভেম্বর র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হয়। রফিকের দেয়া তথ্যানুসারে গাজীপুরে আত্মঘাতী বোমা হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমকে গাজীপুর গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জেএমবির জন্মের সময়কালও ১৯৯৮ সাল আওয়ামী লীগের শাসনামল। উল্লেখিত সকল বিষয় গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। শুধু চোখ কান খোলা রেখে একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায় জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি কাদের সৃষ্টি। এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী?

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের অতীত কীর্তিকলাপ

এ কথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগই হলো ভারতের চিহ্নিত দালাল। এখানে এ পর্যায়ে দালালীর 'সপ্তকাণ্ড' বর্ণনা করা সহজ নয়, তবুও যতটুকু সম্ভব উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো আওয়ামী লীগের ভারতীয় দালালীর প্রমাণ স্বরূপ :

১. আওয়ামী লীগ ও তদলীয় বুদ্ধিজীবী মহল আজো দ্বিজাতিতত্ত্ব অর্থাৎ ভারত ভাগকে স্বীকার করে না। তাদের মতে ভারত ভাগ হওয়া ভুল ছিল। যেহেতু ভারত ভাগ না হলে আজ বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না, তাই অন্য কথায় বলা যায়, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বই স্বীকার করে না। কারণ, ভারতীয় রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীরা যেমন এখনো দ্বিজাতিত্ত্বকে ভুল আখ্যা দিয়ে পুনরায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, ঠিক তেমনি দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করা কি ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে কথা বলা নয়?

২. ১৯৭১ সালে সমগ্র জাতি যখন মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন আওয়ামী লীগের কট্টর ভারতীয় দালালেরা ভারতে মৌজ-ফূর্তিতে দিন কাটানোর পাশাপাশি এমন সব কাজ করে যা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের গোলামে পরিণত করে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল ভারতের সাথে গোপন সাতদফা চুক্তি স্বাক্ষর। সাত-দফা চুক্তির মূল সারবত্তা হল :

(ক) যারা সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন কেবল তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকবেন, বাকীরা চাকুরিচ্যুত হবেন, আর শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় কর্মকর্তারা। এখন মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলা হলেও মূলত মুজিব বাহিনীর সদস্যদেরই চাকুরীতে ঢোকানোর প্রক্রিয়া ছিল এটি। পরবর্তীতে তোফায়েল ক্যাডার নামে প্রচুর ভারতপন্থী আওয়ামী লীগারকে চাকুরীতে ঢোকানো হয়। এরাই জনতার মঞ্চে গিয়ে জয় বাংলা শ্লোগান তুলছে এবং এদের জন্য বাংলাদেশের প্রশাসন স্থবির হয়ে আছে। কারণ এরা আ'লীগ ছাড়া অন্যের কথা শোনে না।

(খ) বাংলাদেশ হানাদার মুক্ত হওয়ার পর সেখানে ভারতীয় সৈন্যরা অবস্থান করবে।

www.pathagar.com

(গ) বাংলাদেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

(ঘ) মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে, যারা অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।

(ঙ) সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

(চ) দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার ভিত্তিক।

(ছ) পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে চলবে।

আজ আওয়ামী লীগের অনেকে এই চুক্তি স্বাক্ষরের কথা অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৯৮৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর সাংবাদিক মাসুদুল হকের কাছে এক সাক্ষাৎকারে ঐ চুক্তির প্রতিটি বয়ান উল্লেখ করেন। এছাড়া ১৭ নভেম্বর '৭১ সংখ্যা লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভাব্যতা নিয়ে লেখা হয়, "Mr. Tajuddin Ahmed the Prime Minister of Bangladesh had arrived in Delhi to meet senior Indian Officals. It is understood that Mr. Ahmed and Indian authorities are working out the details of an Indo-Bangladesh friendship treaty which will incorporate claues relating to a defence pact ...."

৩. আওয়ামী লীগ দেশের বাউন্ডারিতে বিশ্বাস করে না। তাই তারা 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেয় এবং কখনো ভুলেও জয় বাংলাদেশ বলে না।

৪. আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্যের স্বার্থে রক্তশূন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের কথা বলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিফৌজকে পাশ কাটিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর তৎপরতায় মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করা হয়। মুজিব বাহিনী সংগঠন ভারতীয় মেজর জেনারেল উবানের সহযোগিতায় স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীর বিপরীতে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। (তথ্যসূত্র : ফ্যান্টমস অব চিটাগাং-দি ফিফথ আর্মি অব বাংলাদেশ: জেনারেল উবান)

www.pathagar.com

৫. বর্তমানেও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তদীয় বুদ্ধিজীবী মহল সব সময় সামরিক খাতে ব্যয়কে সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল খ্যাত বলে মনে করে এবং এ ব্যাপারে তাদের দলীয় পত্র-পত্রিকায় অহরহ মিথ্যে বানোয়াট খবরাখবর প্রকাশ করে আসছে। আওয়ামী লীগের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জনাব মুনতাসীর মামুন বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই ও আর্মির লোকেরা সব 'খারাপ'-এ ধরনের লেখালেখি এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন কি এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে ব্যঙ্গ করে তিনি 'মেজর জেনারেল পেরী' নামে একটি বইও লিখেছেন। অথচ বাস্তব হলো- নেপালের মত দরিদ্র দেশে যেখানে জিডিপি'র ১ দশমিক ৬ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয় (যাদের আবার নৌবাহিনী নেই) সেখানে বাংলাদেশে সামরিক খাতে ব্যয় করা হয় মাত্র ১ দশমিক ৪ ভাগ।

৬. ১৬ মে ('৭৪) স্বাক্ষরিত চুক্তি ও যৌথ ইশতেহারে শেখ মুজিবুর রহমান কার্যত ভারতের নিকট বাংলাদেশের দাসখত দিয়ে আসেন।

(ক) বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ি এলাকা ভারতকে দান,
(খ) বছর শেষে বাংলাদেশের ৮টি জেলার প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ চুক্তি ব্যতীতই ফারাক্কা বাঁধ চালু।
(গ) পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগের অধিকার দান, অন্যথায় বাংলাদেশের ভূমির উপর দিয়ে করিডোর দান এবং
(ঘ) ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক ভেনচার যথা : পাট কমিশন, যৌথ শিল্প উদ্যোগ এবং ভারতীয় পণ্যক্রয়ে আটত্রিশ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ তথা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল করার পরিকল্পনা প্রণয়ন। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫-৭৫)।

মূলত ঐ চুক্তির ফলেই আজ ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না এবং ভারত কথায় কথায় বাংলাদেশের উপর দিয়ে করিডোর বা ট্রানজিটের জন্য চাপ দিচ্ছে।

৭. ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের কাদের সিদ্দিকী ও অন্যান্য আরো নেতা তাদের প্রভু দেশ ভারতে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যক্রম শুরু করেন। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ''র'-ঐ সব আওয়ামী লীগ নেতাকে বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। (তথ্যসূত্র : ইনসাইড 'র' ও ফ্রন্টলাইন, ২৮ এপ্রিল-১১ মে ১৯৯০ সংখ্যা)।

৮. বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার এ দেশীয় এজেন্টগণ। এ ব্যাপারে ভারতীয় 'সানডে' পত্রিকাতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ইন্সটিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. সুব্রামনিয়াম স্বামী লিখেন, 'কাও (ক্ষর' প্রধান) ও শংকর নায়ার মুজিব হত্যাকাণ্ডে হতাশ হয়ে জিয়া হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করে, কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হঠাৎ করে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর মোরারজী দেশাই জিয়া হত্যা পরিকল্পনা স্থগিত করে দেন। তবে পরবর্তীতে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার অল্প ক'দিন পরই জিয়া নিহত হন।'

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ সব সময়ই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত। এমনকি একবার আওয়ামী বুদ্ধিজীবী কবি বেগম সুফিয়া কামাল বলেছিলেন, ''যারা ইন্দিরা গান্ধীকে স্মরণ করে না, তারা সব বেঈমান।'

এদিকে জিয়া হত্যার মাত্র ১২ দিন পূর্বে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ''ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিনদিন পরই ভারত সৈন্য নামিয়ে তালপট্টি দ্বীপটি দখল করে নেয়। সারাদেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়লেও তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ১৩ দিনের মাথায় দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের হাতে নিহত হলেন জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে সিলেট থেকে ঢাকা ফেরার সময় শেখ হাসিনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্ত দিয়ে পাড়ি জমানোর প্রয়াস চালান। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার ১২ বছর : শওকত মাহমুদ : দৈনিক দিনকাল ২০/৫/৯৩)

৯. আওয়ামী লীগ যে ভারতীয় দালাল ও বাংলাদেশে একমাত্র ভারতীয় স্বার্থরক্ষাকারী, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক পার্থ সারথি ঘোষের কথা থেকে (উল্লেখ্য, এই পার্থ ঘোষ ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন)। প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর ২৯ আগস্ট ১৯৮১ সংখ্যা MAINSTREAM পত্রিকায় প্রকাশিত Limits of Diplomacy: Bangladesh. শিরোনামে প্রকাশিত

www.pathagar.com

এক নিবন্ধে তিনি লিখেন, "আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল থেকে ভারত কি পাবে, তা বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু মুজিব ও তাঁর উত্তরসূরিদের সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে একটি শক্ত ভিত রয়ে গেছে। এ ছাড়াও শেখ হাসিনা যে ভারতের প্রতি সহনুভূতিশীল ও বিপরীতে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ ভারতের সাহায্যের ব্যাপারে ছিলেন অকৃতজ্ঞ (!) তা উল্লেখ করতেও নিবন্ধকার মোটেই ভুল করেননি। মিঃ পার্থ ঘোষের বিবরণ মতে "মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরক্ত শেখ হাসিনা সে সময় পাকিস্তানী মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের ঢাকায় আসার সমালোচনা করে স্বাধীনতা বিরোধী দেশের সাথে সম্পর্ক রাখার দোষে দোষী করেছিলেন বিএনপি সরকারকে, কিন্তু তারপরও এ দেশবাসীর মন জয় করতে পারেননি শেখ হাসিনা, শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত করা যায়নি আ'লীগের বিজয়কে। তা তাদের প্রয়োজন পড়ে 'প্রভু' ভারতের সাহায্য। আর ভারতীয় নীতিনির্ধাকরাও সব সময় ভাবেন, কিভাবে কোন্ খাতে, প্রকাশ্যে না গোপনে সাহায্য করা যায় আওয়ামী লীগকে এবং এরও চমৎকার, স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় পার্থ সারথি ঘোষের লেখায়। আধিপত্যবাদী মনোবৃত্তির চরম প্রকাশ ঘটিয়ে নিবন্ধকার তার লেখায় মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ভারতের অনুকূলে নিয়ে আসায় কিভাবে প্রভাব খাটানো যায়? এটি নিশ্চিত যে, শুধু কূটনীতি দিয়ে তা করা সম্ভব নয়, বরং রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য আওয়ামী লীগকে গোপনীয়ভাবে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করতে হবে। এ রকম গোপন সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই যে কোন প্রকার অতি নৈতিক সংস্কার বা নীতিকে বর্জন করতে হবে। কারণ বাস্তবে দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে নৈতিকতার আশ্রয় নেয়া নিছক তত্ত্বীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়।"

উপরোক্ত কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কারা ভারতের গোপন ও প্রকাশ্য সাহায্য পায়? কারা নৈতিকতার বাইরে গিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর, বেনাপোল অচল করে দেয়? কারা গান পাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় চট্টগ্রাম বিমান স্টেশন? (অথচ গান পাউডার কেবল সেনাবাহিনী ও গুপ্তচর সংস্থার বিশেষ বিভাগের লোকদের কাছে থাকে। 'র'-এর এ রকম একটি বিশেষ বিভাগ হলো এস, এস, বি বা স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো।)

www.pathagar.com

১০. বৃহত্তর খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, যশোর অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় হিন্দু সংগঠন বিজেপি স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলকারী প্রধানতম নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার এককালে আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন এবং মুজিব গঠিত বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

এদিকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি হলো কোলকাতার সানি ভিলা, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ রোড, নর্দান পার্ক। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, ঐ বাড়ির বসার ঘরে যেসব দেবদেবী ও নেতার ছবি টাঙ্গানো রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শেখ মুজিবের ছবি। (তথ্য সূত্র মাসিক কলম, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যা, কলকাতা)।

এছাড়া চিত্ত সুতারের ছেলে বাপি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা কলকাতায় এলে বা দিল্লীর পথে কলকাতায় যাত্রা বিরতি করলে মাঝে মধ্যে চিত্ত সুতারের সাথে দেখা করার জন্য এই বাড়িতে এসেছেন।" (তথ্যসূত্র : মাসিক কলম, কলকাতা ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যা)। এমনকি শেখ হাসিনা চিত্তরঞ্জন সুতারের কথা বাংলাদেশ সংসদেও তুলেছেন।

অর্থাৎ একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেতাদের সাথে আওয়ামী লীগের যে শুধু যোগাযোগ রয়েছে তাই নয়, বরং "গুটিকয়েক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী স্বাধীন বঙ্গভূমি ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত।" (দৈনিক খবর ২৫ মে ১৯৮৯)।

১১. ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন জাতিসংঘে ফারাক্কা ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন আ'লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক, মহিউদ্দিন আহমদ ও রহমত আলী এক রহস্যময় কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন। আবদুর রাজ্জাক এমপি, প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা। তিনি মার্কিন কর্মকর্তা, সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের সাথে মোলাকাত করেছেন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদীদের তৎপরতা সম্পর্কে তিনি তাদের সাথে

www.pathagar.com

আলোচনা করেছেন।" (বিশ্বসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, মেঠো ইঁদুরের ছুটোছুটি, হাফিজ মকবুল হোসেন, ১১-১৭ অক্টোবর '৯৩ সাপ্তাহিক বিক্রম)। কি কারণে কার স্বার্থে তখন বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন আ'লীগ এমপিরা?

১২. ১৯৮৭ সালে ভারতে ঈদের ছুটি কাটাতে গিয়ে শেখ হাসিনা কলকাতা বিমানবন্দরে ভারতীয় সাংবাদিকদের একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সেখানে তিনি বলেন, "বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে।" এছাড়া চাকমাদের সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন, চলছে অত্যাচার। বাধ্য হয়ে চাকমারা আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে।" (কলকাতার যুগান্তর ও স্টেটসম্যান পত্রিকায় ৪ জুন ৮৭ সালে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার)।

১৭ ও ২৩ মে '৯১ হতে ২৬ মে ৯১ তারিখ পর্যন্ত শেখ হাসিনা ভারত সফর করেন। কলকাতা বিমানবন্দরে অন্যান্যের মধ্যে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ('র' প্রতিনিধি) মি. ভিসি সরকার। (তথ্য সূত্র : দৈনিক মিল্লাত ৭ জুলাই '৯১ সংখ্যা)।

১৩. ১৯৯৪ সালের মেয়র নির্বাচনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করে। এ বিজয়ে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলো ব্যাপকভাবে উল্লাস প্রকাশ করে। ভারতের নীতি গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক সচিব ভবানী সেন গুপ্ত 'হিন্দুস্তান টাইমস'-প্রকাশিত এক নিবন্ধে উল্লাস প্রকাশ করে মন্তব্য করেন যে, পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য ভারত সরকারের এখনি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় আওয়ামী লীগকে ভারত ঘেঁষা বলে চিহ্নিত করেন। (তথ্য সূত্র : দৈনিক বাংলা, ৪/৩/৯৪ সংখ্যা)

আওয়ামী লীগ যদি ভারতের দালালই না হবে, তাহলে কেন ভারতীয় পত্রিকায় এভাবে উল্লাস করা হলো?

১৪. শেখ হাসিনা বাংলাদশের একজন বড় মাপের নেত্রী হওয়ার পরও ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জনৈক গবেষকের কাছে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক জনাব শ্রীকান্ত মহাপাত্র 'স্ট্যাটেজিক এ্যানালিসিস' পত্রিকার আগস্ট '৯১ সংখ্যায় শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন যে, বাংলাদেশ চীন থেকে নাকি

www.pathagar.com

৪০০০ কোটি টাকা দিয়ে এক স্কোয়াড্রন এফ-৭ জঙ্গী বিমান কিনেছে। এই তথ্য তাকে দেন শেখ হাসিনা এবং এর সাথে শেখ হাসিনা এও বলেন যে, উক্ত অর্থ গোপনে প্রদান করা হয়েছিল যার কোন হিসাব নেই (তথ্য সূত্র National Security and Armed forces in Bangladesh: Srikant Mohapatra, Strategic Analysis, Aug 1991, P-602) এখন কথা হলো, শেখ হাসিনা কিভাবে দেশের প্রতিরক্ষার মত গোপন ব্যাপার ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকের কাছে বলতে পারেন?

১৫. বাংলাদেশে গত ৩০ মার্চ '৯৬ তারিখে বেগম জিয়া পদত্যাগের ঘোষণা দেয়ার পর পরই কলকাতার রাস্তাঘাট জয় বাংলা, জয় শেখ হাসিনা শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এমন কি নতুন দিল্লীতেও অনুরূপ আনন্দ প্রকাশ করা হয়। (তথ্যসূত্র : দৈনিক দিনকাল : ২ এপ্রিল '৯৬ সংখ্যা)।

১৬. সমর বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভারতে রবি রিখি একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৯৮৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সংখ্যা আনন্দবাজারে যুদ্ধে ভারত কেন বার বার হেরেছে শিরোনামে একটি বিশেষ নিবন্ধ রচনা করেন। উক্ত নিবন্ধে তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হবার পর ভারত সরকার কেন বাংলাদেশে কোন সৈন্য পাঠায়নি, সে সম্পর্কে যথেষ্ট আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "শেখ মুজিবর রহমান যখন নিহত হন, তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে ঠিক করেছিলেন হস্তক্ষেপ করবেন। সেনাবাহিনীর তিনটি ডিভিশনকে সতর্কও করে দেয়া হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার গড়িমসি করলেন এবং সুযোগ পেরিয়ে গেল। ফলে হলো কি? বাংলাদেশকে আমাদের শিবিরে রাখার সুযোগ হাতছাড়া করলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে যুক্তিতে পোল্যান্ড ও আফগানিস্তানে এবং আমেরিকা নিকারাগুয়া ও গ্রেনেডায় সেনা নামিয়েছিল সেই যুক্তিতে ভারত ও তখন বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করলে তা অসঙ্গত হতো না।"

www.pathagar.com

শেষকথা

আওয়ামী লীগের অতীত ও বর্তমান কীর্তিকলাপ পর্যালোচনা করে দেখা যায় সকল ষড়যন্ত্রের সাথে দলটি জড়িত। জাতীয় যে কোন সংকট মুহূর্তে দল মত নির্বিশেষে এগিয়ে আসা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। যখন দেশ, জাতির অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত আসে তখন ক্ষুদ্র মতপার্থক্য, দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্নে কারও পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই দেখা যায় এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সরকার বিরোধী দল এক সাথে বসে ষড়যন্ত্রকারীদের বুঝিয়ে দেয় তাদের প্রতিহত করতে জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দের এই ঐক্য ও সংহতি দেখে ষড়যন্ত্রকারীরা হতাশ হয়। তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। দেশের সাধারণ জনগণ ভরসা পায়। তারা সাহসী হয়ে ওঠে। আত্মঘাতি বোমাবাজদের প্রতিহত করতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংলাপ আহ্বান করেন। তিনি প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রীকে চিঠি দিয়ে সংলাপের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সংলাপে আসা তো দূরের কথা প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পর্যন্ত গ্রহণ করেননি।

অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের ইসলামী দলসমূহ, শীর্ষস্থানীয় আলেম ওলামা এবং সারাদেশের মসজিদের খতিব ও ইমামগণ দেশবাসীর নিকট ইসলামের সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন জনগণের সামনে। আত্মঘাতি বোমা হামলা, মানুষ হত্যা এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। এটা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নয়। বরং জাহান্নামের পথ। আলেম সমাজের ইতিবাচক ভূমিকার ফলে গোটা জাতি সাহসে বুক বেঁধে বোমাবাজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা রাজপথে নেমে আসে। প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বোমাবাজদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নেয়। কিন্তু আ'লীগ প্রকৃত বোমাবাজদের আড়াল করতে ইসলামী দলসমূহ, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আলেম সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদগার অব্যাহত রাখে। অর্থাৎ- ইসলামকে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা আখ্যা দিয়ে মূলসহ উপড়ে ফেলার ঘোষণা দেয়। আওয়ামী সমর্থক পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াও অব্যাহতভাবে অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ এবং

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের আচরণ বিশ্লেষণ করে সচেতন জনগণ যে চরম সত্যের মুখোমুখি হয় তা হলো জামাতুল মুজাহিদিন (জেএমবি) এর জন্মদাতা ও লালনকারী বাংলাদেশের চিরবৈরী প্রতিবেশী ভারত এবং ভারতের তল্পীবাহক এ দেশীয় দালাল আওয়ামী লীগ। চারদলীয় জোট সরকারের জঙ্গী বোমাবাজ বিরোধী অভিযানে জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান এবং আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযমের ভগ্নিপতির ছোট ভাই আতাউর রহমান সানি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর কাঁপন শুরু হয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে। যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযম সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলেন। এ আওয়ামী লীগ নেতা সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন, "শায়খ আব্দুর রহমান আমার ভগ্নিপতি ১৯৮৩ সালে আমার ছোট বোনের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়। সে তখন কোন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল কি না তা আমাদের জানা ছিল না।" (আমার দেশ- ১৪ ডিসেম্বর '০৫ইং)

ইসলাম, দেশ, জনগণ, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের শত্রু বোমাবাজ এই অপশক্তিকে সমূলে উৎখাত করতে হবে দেশপ্রেমিক জনতাকেই। স্বাধীনতার স্বঘোষিত রক্ষক আ'লীগ সংলাপে আসলো কি আসলো না সে দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই। আ'লীগ কোন দিনই এই অপশক্তি নির্মূলে সরকারকে সহযোগিতা করবে না এটাই স্বাভাবিক। কারণ এ দলটিই জেএমবি নামের এ অপশক্তির জন্মদাতা।

---

www.pathagar.com

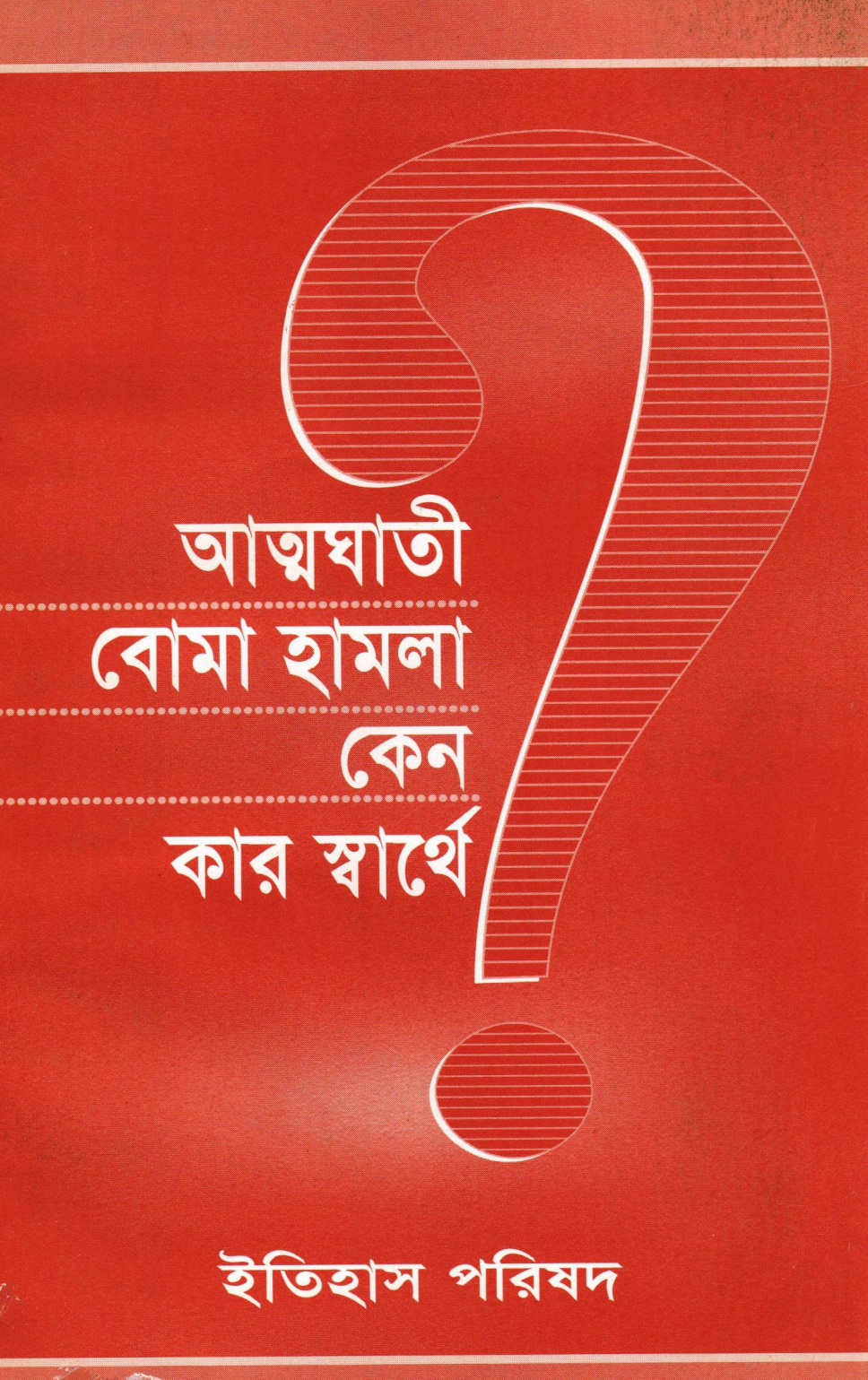

ইতিহাস পরিষদ